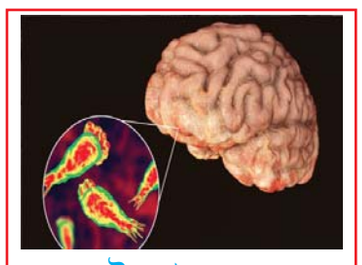

ইসরায়েলে
‘মগজ খেকো’
অ্যামিবা আতঙ্ক

সারে-জমিন

বিদ্যুৎ যায়নি গ্রামে,
ভরসা প্রদীপের আলো

সাধারণ

বাইডেন সরায় ডেমোক্র্যাটরা
কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

সম্পাদকীয়

বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ
ভূগোলবিদ আল মাসুদি

রবি-আসর

শ্রীরঙ্কার বিরুদ্ধে জয়
দিয়ে শুরু হল
গম্ভীর-সূর্যের অধ্যায়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৮ জুলাই, ২০২৪
১৪ শ্রাবণ ১৪৩১
২১ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 203 ■ Daily APONZONE ■ 28 July 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মমতার পাশে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা

আপনজন ডেস্ক: নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া হয়নি বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেস। নীতি আয়োগের নবম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াকআউট করার পরেই বিরোধী দলের নেতারা তীব্র সমালোচনার পর দাবি করেছিলেন, তার বক্তৃতার মাঝপথে তাকে অন্যায়ভাবে আটকে দেওয়া হয়েছিল।
কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, দশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নীতি আয়োগ পিএমও-র একটি সংযুক্ত অফিস এবং অ-জৈবিক প্রধানমন্ত্রীর জন্য ড্রামবিটার হিসাবে কাজ করেছে। এটি কোনওভাবেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সহায়ক নয়।
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি বলেন: এটি কি সমবায় ফেডারেলিজম? একজন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এভাবে আচরণ করা যায়?

বক্তৃতার সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ

নীতি আয়োগের বৈঠকের মাঝে ওয়াক আউট মমতার

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আয়োগের নবম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক চলার মাঝপথে ওয়াকআউট করেছেন।
২০২৪-২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি বিরোধী শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সভা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অ-এনডিএ শাসিত রাজ্য সরকারগুলির প্রতি ‘বৈষম্যমূলক’ বলে অভিহিত করেছিলেন।
নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে ওয়অক আউটের পর মমতা অভিযোগ করেন, তিনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন তাঁর মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটকে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।
তিনি বলেন, আমি সভা বয়কট করে এসেছি। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে ২০ মিনিট সময় দেওয়া হয় বক্তব্য রাখার জন্য। অসম, গোয়া, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীরা ১০-১২ মিনিট বক্তব্য রাখেন। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করা হয় তাকে বলার জন্য। তা-ও মাঝপথে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি

জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে আটকালেন কেন? কেন আপনি বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন? আমি মিটিংয়ে যোগ দিয়েছি। আপনার খুশি হওয়া উচিত। বরং আপনি আপনার দল ও সরকারকে বেশি সুযোগ দিচ্ছেন। শুধু আমি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আছি, আর আপনারা আমাকে কথা বলতে বাধা দিচ্ছেন... এটা শুধু বাংলার অপমান নয়, সমস্ত আঞ্চলিক দলেরও অপমান।
মমতা বলেন, এই বৈঠক বর্জন করেছিলেন তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক ও হিমাচল প্রদেশের তিন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে রেবন্ত রেড্ডি, সিদ্দারামাইয়া ও সুখবিন্দর সিং সুখু। গরহাজির ছিলেন ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিক মুখ্যমন্ত্রীরাও। যেমন তামিলনাড়ুর ডিএমকে মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, ঝাড়খণ্ডের জেএমএম মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান ও কেরালার সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল কারাগারে। তাঁর যোগ দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বৈঠকে মাইক বন্ধ করার আগে বলেছি কীভাবে বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলোকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ন্যায্য দাবি মানা হচ্ছে না। অথচ প্রতিটি রাজ্যের ও আঞ্চলিক দলের নানা আকাঙ্ক্ষা থাকে। রাজ্য শক্তিশালী হলেই দেশ শক্তিশালী হয়।’
বৈঠকে মমতা বলেন, বিরোধীদের পক্ষে একমাত্র আমিই এখানে উপস্থিত আছি। এসেছি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত করার কথা বলতে। অথচ বাজেটে বিরোধী রাজ্যগুলোকে চরম বঞ্চনা করা হল। একজন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এটা অপমানজনক।
মমতা আগেই বলেছিলেন, নীতি আয়োগ বন্ধ করে পুরোনো যোজনা কমিশন ফেরত আনা উচিত। আজ বৈঠক থেকে বেরিয়ে মমতা বলেন, আর কোনো দিন তিনি নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন না।
মমতার অভিযোগ অবশ্য নস্যাৎ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) আজ শনিবার ‘এক্স’ মারফত জানায়, নীতি আয়োগের নবম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করা হয়নি। ঘড়িতে শুধু দেখানো হয়েছিল, তাঁর বলার সময় শেষ হয়ে গেছে। কথাটি ঘন্টি বাজিয়ে তাঁকে জানানো হয়নি।

প্রত্যেক হিন্দু মহিলাকে চার সন্তানের জন্ম দেওয়ার ডাক দিলেন নিরঞ্জনী আখড়ার সাধু

প্রেমানন্দ মহারাজের গর্ব, তারা সাত ভাই

আপনজন ডেস্ক: ভারতবর্ষ থেকে ‘হিন্দুস্তান’ করার জন্য প্রত্যেক হিন্দু মহিলার চার সন্তানের জন্ম দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এক সাধু নতুন করে বিতর্ক উস্কেদিলেন। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী জেলায় চলমান শ্রীমদ্ভাগবত কথা অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতি নিরঞ্জনী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ দেশকে ‘ভারত’ থেকে ‘হিন্দুস্তান’ করার জন্য প্রত্যেক হিন্দু মহিলাকে চার পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ইংরেজি দৈনিক দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, অনুষ্ঠানের পঞ্চম দিনে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ মন্তব্য করেন, ‘এমনকি ভাগবত পুরাণেও এমন এক ব্যক্তির ৬০,০০০ পুত্রের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে অনেকের মাত্র একটি বা দুটি পুত্র সন্তান রয়েছে। ভারতকে হিন্দুস্তানে রূপান্তরিত করতে প্রতিটি পরিবারে কমপক্ষে চারটি করে পুত্র হওয়া উচিত।’
বহু মহিলা-সহ বিপুল জনতার উদ্দেশে সাধুবাবা বলেন, ‘আমাদের উত্তরপ্রদেশ চলে গিয়েছে, সেই রাজ্যের ১৭টি জেলা আর হিন্দু ধর্মের নয়। অর্ধেক বাংলা চলে গেছে, আর আসামে ৫ লাখ মানুষ আছে, যাদের ভিসার পাসপোর্ট নেই। সেখানে তারা (সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলারা) ৮-১০টি

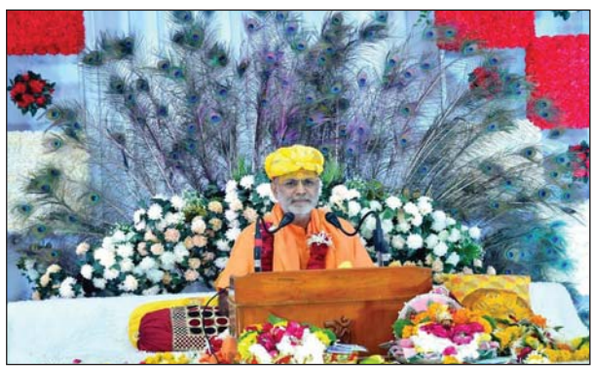

সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, আর আমাদের (হিন্দু) মা-বোনেরা তাদের ফিগার ঠিক রাখার দিকে মনোনিবেশ করছেন।’
তিনি বলেন, ‘২৫ বছর আগে ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল মাত্র ২ কোটি, তারপর ৯ কোটি হয়ে গেল, বর্তমানে ৩৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন ভারত ইন্দোনেশিয়ায় পরিণত হবে।
উল্লেখ্য, স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হলেন হরিদ্বারের পঞ্চায়েতি আখড়া শ্রী নিরঞ্জনীর মহামণ্ডলেশ্বর। প্রেমানন্দ মহারাজের মুখ থেকে শ্রীমদ ভাগবত কথা শোনার জন্য মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়নের বদনগর রোডে অবস্থিত মোহনপুরায় শ্রী বাবাধাম মন্দিরে (আরজিওয়ালে হনুমান-৮১ ফুট) আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার শ্রীমদ ভাগবত কথার পঞ্চম দিনে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ গোবর্ধন পূজার গল্প শোনান। এ উপলক্ষে তিনি হিন্দু মায়েদের চার সন্তান নেওয়ার পরামর্শ দেন। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বলেন, মহাভারতে লেখা আছে আগে এক একজনের ৬০ হাজার সন্তান ছিল, কিন্তু এখন আছে মাত্র ১-২টি। তিনি বলেন, আপনার লক্ষ্য যদি ২টি সন্তান হয়, তাহলে ৩টি সন্তান উৎপাদন করে আমাদেরকে দিন, আমরা তাদের দেখাশোনা করব। প্রেমানন্দ মহারাজ আরও বলেন, যদি একটি অখণ্ড ভারত কল্পনা করতে হয়, তবে মায়েদের কমপক্ষে ৪টি সন্তানের জন্ম দিতে হবে এবং যদি তাদের বেশি হয় তবে এটি হবে ঈশ্বরের কৃপা। তিনি জানান, তার মা ৭ সন্তানকে মানুষ করেছেন এবং তার ৭ ভাই রয়েছে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস
ছেলে ও মেয়েদের
জন্য নার্সিং এর
অ্যাডমিশন শুরু
হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। এদিন সকাল ৬ টা ৪০ মিনিট নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।
উল্লেখ্য, অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন বিশ্বনাথ চৌধুরী। আরএসপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ছিলেন তিনি। পাশাপাশি বামফ্রন্ট সরকারের কারা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব ভার সামলেছেন তিনি। ছাত্র জীবনেই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়। বালুরঘাট কলেজে পিএসইউ'র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।কলেজে তিনবারের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে জেলার বাম ও গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হন। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি বালুরঘাটের বিধায়ক ছিলেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি আরএসপি'র রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দিনে দুপুরে বিএসএফ কর্মীর বাড়িতে চুরি, চাঞ্চল্য

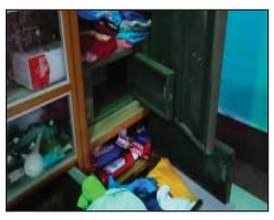

রাকিবুল ইসলাম ●হরিহরপাড়া

আপনজন: এবার দিনে দুপুরে বিএসএফ কর্মীর বাড়িতে ২৫ হাজার টাকা এবং ৫ ভরি সোনার গয়না চুরি! এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর মন্ডলপাড়া এলাকায় ভারতীয় সেনা বাহিনীর বাড়িতে চুরি গেল ২৫ হাজার টাকা সহ সোনার গয়না।
বাড়িতে তখন কেউই ছিল না। কর্মসূত্রে দিল্লিতে সেনাবাহিনীর কাজ করেন সুদীপ্ত পাল। এদিকে সুদীপ্তর মা পাশে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিড ডে মিলের রান্নার কাজ করছিলেন।
সেই সময় হঠাৎ বাড়ির মেন গেটের তালা ভেঙে কে বা কারা ঢুকে আলমারি ভেঙে ২৫ হাজার টাকা এবং ৫ ভরি সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায় । সুদীপ্তর মা জানান বাড়িতে ছেলে থাকে না কর্মসূত্রের দিল্লিতে থাকে।সিসিটিভি বাড়িতে লাগানো আছে কিন্তু তিনদিন ধরে রিচার্জ ছিল না। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ । এবং এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করে নিয়ে যায় থানায় পুলিশ।
পুরো বিষয়টি হরিহরপাড়া থানার পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকা বাসীরা আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে বলে জানান এক স্থানীয় বাসিন্দা।

দমদম সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু, জেল গেটে বিক্ষোভ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হল খুনের মামলার এক বিচারাধীন বন্দির। এমনটাই অভিযোগ করছেন মৃত যুবক রাজ দত্তর পরিবার। মৃত যুবকের বয়স কুড়ি বছর । সে ভালো ফুটবল খেলত।তার পরিবার শনিবার সকালে জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বাড়িতে ফোন পায়।তাদের জানানো হয় যে ভোররাতে রাজা দত্তর মৃত্যু হয়েছে। এরপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন ।তারা শনিবার সকালে জেল গেটে জড়ো হয়ে দমদম সংশোধনাগারের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাদের অভিযোগ আদালত নির্দেশ দেওয়ার পরেও সময় মতো চিকিৎসা হলে মৃত্যু হতো না রাজ দত্তের। এমনটাই অভিযোগ করছেন মৃত যুবকের পরিবারের লোকজদের। তাঁরা অভিযোগ করছেন যে বাগুইআটি অর্জুনপুরে একটি খুনের ঘটনা ঘটেছিল ।তাতে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয় রাজ দত্ত সহ আরো ১৯ জনকে । ২৮ এপ্রিল এই ঘটনাটি ঘটেছিল। এই মিথ্যা মামলা করানো হয় নাকি বিধান নগর পৌরনিগম মেয়র পরিষদ সদস্য দেবরাজ চক্রবর্তীর অঙ্গুলি হেলনে,এমনটাই অভিযোগ করছেন মৃত যুবকের বাড়ির লোকজন। দমদম সংশোধনাগারে গেটের সামনে তারা বিক্ষোভ দেখান দীর্ঘক্ষণ। পরিবারের পক্ষ থেকে দমদম সংশোধনাগারের জেলারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়। এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়েছে। অর্জুনপুরের অন্যান্য বাসিন্দাদের অভিযোগ বাগুইহাটি থানার একশ্রেণীর পুলিশ অফিসার প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতে মিথ্যা মামলায় এলাকার নিরাপরাধ যুবকদের ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে নিরাপরাধ যুবকরা মিথ্যা মামলায় জেলবন্দী। বাগুইআটি থানার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নানা ধরনের অভিযোগ দেখা দিয়েছে। পুলিশের একাংশের মতে বাগুইআটি থানায় একসময় জোড়া ছাত্র খুনের ঘটনায় যে আইসি কল্লোল খোঁজ কে মুখ্যমন্ত্রী সরিয়ে দিয়েছিলেন ভৎসনা করে তাকে আবার পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে নিউ টাউন থানায়। নিউ টাউন এবং বাগুইহাটি থানা দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে প্রকৃত ভূমিকা পালন করছে না বলে মনে করছে এলাকবাসী।

ডাইরিয়া রোগ প্রতিরোধ অভিযান রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: প্রতিরোধ করতে ডাইরিয়া- স্বাস্থ্য বিধি মানুন, ও আর এস পান করুন, সুস্থ থাকুন। সেই সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে পদযাত্রা সহ একটি আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয় শনিবার রাজনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে। ডাইরিয়া সাধারণত বর্ষাকালে বেশি দেখা যায়। যদিও অনিয়মত বর্ষা, তবুও বর্ষার শুরুতেই গ্রামগঞ্জে শুরু হয়ে যায় ডায়েরিয়া। তাই এই রোগ রুখতে ডায়েরিয়া প্রতিরোধ অভিযান কর্মসূচি পালিত হয় রাজনগরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের উদ্যোগে এবং "জল জীবন, জল মিশন" প্রকল্প, রাজনগর শাখার ব্যবস্থাপনায় রাজনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে ডায়রিয়া রুখতে কি কি করনীয় বা ডাইরিয়ার লক্ষণ,স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। এদিনের আলোচনা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্লক স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা: তীর্থঙ্কর সিংহ। এছাড়াও ছিলেন রাজনগর ব্লক অন্বেষা ক্লিনিকের তরফে শৈলেন মণ্ডল, "জল জীবন, জল মিশন", রাজনগর শাখার তরফে উপেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, চিন্ময় কর্মকার, উৎসব মন্ডল সহ বিশিষ্টজন। ডায়েরিয়া হলে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে, তাকে ওআরএস বা নুন-চিনির জল বার বার খাওয়াতে হবে বলে জানানো হয় বক্তব্যে। এভাবেই বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ডায়রিয়া প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতার বার্তা।

শিয়ালদায় ৩২ টি লোকাল ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার ৩২ টি লোকাল ট্রেন বাতিল শিয়ালদহ ডিভিশনে। পূর্ব রেল সুত্রে জানা গিয়েছে নৈহাটি ব্যান্ডেল সেকশনে জরুরী ট্রাক মেরামতির কাজের জেরে স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে। শনিবার রাত সাড়ে ১১ টা থেকে রবিবার ভোর সাড়ে সাতটা পর্যন্ত টানা ৮ ঘণ্টা ধরে চলবে কাজ। শনিবার দুপুরে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয় ওই কাজ এই শনি ও রবিবার হবে। এর ফলে যে ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে সেগুলি হল----নৈহাটি ব্যান্ডেল আপ ও ডাউন ৩৭৫৫৭, ৩৭৫৫৮, শিয়ালদহ শান্তিপুর আপও ডাউন ৩১ ৫৪১,৩১৫ ৪০, শিয়ালদা রানাঘাট আপ ও ডাউন, কল্যাণী সীমান্ত নৈহাটি ডাউন, নৈহাটি ব্যান্ডেল আপ ও ডাউন, শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর আপ ও ডাউন, শিয়ালদহ শান্তিপুর আপ ও ডাউন, শিয়ালদা রানাঘাট আপ ও ডাউন, নৈহাটি কল্যাণী সীমান্ত আপ। এছাড়া শিয়ালদহ- কল্যাণী সীমান্ত আপ ও ডাউন এবং রানাঘাট নৈহাটি আপ ও ডাউন লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে। ফলে যাত্রীদের যে দুর্ভোগ হবে তা বলার অবকাশ রাখে না।

লোকসভায় পুর-এলাকার খারাপ ফল কেন, বুস্টিং পাম্প স্টেশনের সূচনায় প্রশ্ন ফিরহাদের

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হাবড়ায় দুই বুস্টিং স্টেশনের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। হাবড়া পুরসভা এলাকায় জমা জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। জমা জলে দুর্ভোগে পড়েন কয়েকটি ওয়ার্ডের অসংখ্য বাসিন্দা । জমা জলে পড়ে মৃত্যুও হয় এক শিশুর। এ বার হাবড়া পুরসভার উদ্যোগে ২৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ করে শহরের দু'টি জায়গায় তৈরি হয়েছে বুস্টিং পাম্প স্টেশন । শনিবার বুস্টিং পাম্প স্টেশনের উদ্বোধন করতে আসেন ফিরহাদ হাকিম। এর ফলে হাবড়া পুরসভার ৭, ৮ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তীব্র জলযন্ত্রণার পাশাপাশি অশোকনগর পুরসভাতেও জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন হাজার হাজার মানুষ ।
এ দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিরহাদ হাকিম বক্তব্য রাখার সময় জানান, প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প দুটি নির্মাণ হয়েছে। অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, আজ থেকে আর জল যন্ত্রণা থাকবে না, এই পাম্প নির্মাণের জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অবদানের কথাও তুলে ধরেন ফিরহাদ । তারপরই তিনি পুরো এলাকায় লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ।
তিনি বলেন, সরকারি সুবিধা সমস্ত রাজনৈতিক দলের লোকেরা পাচ্ছে তবুও অদ্ভুতভাবে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ফল খারাপ হয়েছে। হাবড়া পৌরসভা এলাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটা ওয়ার্ড বাদে হাবড়াতে সব হেরেছে। কিন্তু কেন এই অবস্থা ? প্রশ্ন তোলেন ফিরহাদ । পুরোবাসী কেন মমতার উপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছেন না তা নিয়েও মন্তব্য প্রকাশ করেন পুর-মন্ত্রী ।
মন্ত্রীর কথায়, দিল্লি থেকে আসা লোকেদের কথা হঠাৎ করেই মানুষ কেন শুনবে ? আগামীতে সকল রাজ্যবাসীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর পুরোপুরি ভরসা রাখার আহ্বান জানান ফিরহাদ হাকিম। বাংলায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে রাজ্য সংগীত গাইতেও দেখা যায় ফিরহাদ হাকিমকে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, তিনিও এ দিন বুস্টিং পাম্প স্টেশন নির্মাণের কারনে পৌর বাসীর উপকৃত হওয়ার কথা তুলে ধরেন ।
হাবড়া পুরসভার চেয়ারম্যান নারায়ণচন্দ্র সাহা বলেন, 'বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উদ্যোগে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সাহেবের তত্ত্বাবধানে বুস্টিং পাম্প স্টেশন নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। উপকৃত হবেন পৌর এলাকার ১৫ হাজার মানুষ। এর ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলেও শহরে জল জমবে না।' অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, অশোকনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার, হাবড়া আইসি অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ।

ডিআই ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ অবস্থান এসটিইএ-র

হাসান লস্কর ● কলকাতা

আপনজন: অফিসের একশ্রেণির কর্মীদের বিরুদ্ধে উৎকোচ নিয়ে কাজ করার অভিযোগে, বিভিন্ন কারণে প্রাপ্য এরিয়ার (বকেয়া) প্রদান, রোপা-২০১৯ ফিক্সেশন কপি প্রদান, অফিসে ফাইলের অনলাইন ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু, ডায়মন্ডহারবার এডিআই অফিস স্থায়ী ভবনে স্থানান্তর সহ ১৮ দফা দাবিতে আলিপুরে ডিআই ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ অবস্থান করলো 'মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি' (এস.টি.ই.এ)। ডিআই বিষয়গুলি ছাড়া রাজ্যের সকল শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, বকেয়া ডিএ প্রদান, স্বাস্থ্য বীমা(ডব্লিউ.বি.এইচ.এস)চালুর দাবিও জানানো হয়। আলিপুরের নব প্রশাসনিক ভবনে জমায়েত হয়ে জেলাশাসক ভবন ও কোর্ট চত্বরে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে তারা। সকাল থেকে অফিস করিডরের মেঝেতে বসে একটানা অবস্থান বিক্ষোভ চলতে থাকে। দাবিগুলি না মানা পর্যন্ত সারারাত অফিস ঘেরাও করে রাখার হুমকি দেয় উপস্থিত শিক্ষকরা।
পুলিশের হস্তক্ষেপে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক জয়ন্তী জানা, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক অভিজিৎ দে, মোহম্মদ হাসানুজ্জামান, অমিত দাস, বড়বাবু বিশ্বরূপ চ্যাটার্জী ও নির্মাল্য বিশ্বাসের নেতৃত্বে অফিসের এক প্রতিনিধিদের সাথে সংগঠনের প্রতিনিধিদলের প্রায় ৩ঘন্টা আলোচনা হয়। অবশেষে রোপা ফিক্সেশন কপির কাজ আগামী ১আগস্ট থেকে, এরিয়ারের কাজ আগামী ২০ আগস্ট থেকে শুরু করা হবে এবং পুজোর পর অনলাইন ফাইল ট্র্যাকিং শুরু হওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে ডেপুটেশন তোলার সিদ্ধান্ত নেয় আন্দোলনকারীরা। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি ডঃ প্রসেনজিৎ দাস, সম্পাদক অনিমেষ হালদার, রাজ্য সহসভাপতি পঞ্চানন ময়রা, জেলা সহসভাপতি দিব্যেন্দু পুরকাইত ও সূর্যকান্ত হালদার, পাঁচটি মহকুমার পক্ষে প্রদ্যুৎ হালদার, অমিত হালদার, পার্থ সাহা, প্রসেনজিৎ হালদার এবং অভিজিৎ মন্ডল।

বিশেষ কর্মসূচি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: শনিবার সবুজায়ন প্রকল্পের অধীনে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের মেরুয়ালের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। "একটি গাছ একটি প্রাণ" এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইকো ক্লাব ফর মিশন লাইফ নামে বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ ও প্রতিশ্রুতি বিকাশে সহায়ক হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অরিত্র সরকার জানান, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে শিক্ষা সপ্তাহের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইকো ক্লাব গঠিত হয়েছে। এর প্রধান কার্যক্রম ছিল "প্লান্টেশন অফ মাদার" অর্থাৎ মায়ের জন্য একটি গাছ রোপণ। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অমিত বৈদ্যের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১০০ জনের অধিক অভিভাবিকা উপস্থিত হন এবং একশতাধিক চারা গাছ রোপণ করেন।
এই কর্মসূচির মাধ্যমে মায়েদের হাতে লাগানো চারা গাছগুলিকে শিশুদের মত আদর যত্নে বড় করার আহ্বান জানানো হয়। বড় হয়ে একদিন এই গাছগুলি আমাদের ছায়া দেবে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা করবে।

সুচপুর গণহত্যা নিয়ে নানুরে শহীদ স্মরণ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: অনুব্রত হীন বীরভূম জেলায় ২৭ শে জুলাই নানুর শহীদ দিবস পালন করলো বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। নানুর শহীদ দিবসের নেতৃত্বে শহীদ পরিবারের সদস্য ও বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ।
বীরভূমের নানুরে বাসাপাড়া শহীদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক, নানুরে বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, শহীদ পরিবারের সদস্য ও বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ, ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় , রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, বোলপুর লোকসভার সংসদ অসিত মাল, কেতুগ্রামের বিধায়ক ও শহীদ পরিবারের সদস্য সেখ শাহনাজ, কোর কমিটির সদস্যবৃন্দ , পৌরসভার চেয়ারম্যান , অঞ্চল সভাপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।২০০০ সালে ২৭ এ জুলাই। একরাত্রে নানুরের মাটিতে ১১ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক কে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল সিপিএমের বিরুদ্ধে। যা নানুরের "সুচপুর গণহত্যা" নামে পরিচিত। তৎকালীন রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পেয়ে দিল্লি থেকে ছুটে আসেন নানুরের মাটিতে। সে সময় নিহত ১১ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের দেহ কবর দিতে বাধা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ ওঠে সিপিএমের বিরুদ্ধে। পরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন নানুরের মাটি থেকে ঘোষণা করেছিলেন নিহত কর্মী সমর্থকদের পরিবার পিছু একজনের চাকরি হবে। নেত্রীর ঘোষণা মত এগারোটি পরিবারই চাকরি পেয়েছিল। দেখতে দেখতে নানুর সুচপুর গণহত্যার দুই দশক কেটে গেছে। অজয় নদের জল গড়িয়েছে বহুদূর। ২০১১ সালে মমতার হাত ধরে এ রাজ্যে পালাবদল হয়। নবান্নর ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। বিরোধী নেত্রী হিসেবে থাকাকালীন প্রত্যেক বছর ২৭শে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সশরীরে নানুরে আসতেন শহীদ দিবসের দিন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বেশ কয়েকবার এসেছিলেন।

প্লাস্টিক মুক্ত হবে মুর্শিদাবাদ শহর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বিভিন্ন ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলা মুর্শিদাবাদ শহর বা লালবাগ শহরের ঐতিহ্য বজায় রাখতে এবং পরিবেশ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে শহরে পুরোপুরি ভাবে প্লাস্টিক বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলো মুর্শিদাবাদ পুরসভা। ইতিমধ্যে জেলার পুরসভাগুলি প্লাস্টিক বন্ধের জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রচার শুরু করেছে। এবার মুর্শিদাবাদ পুরসভার পক্ষ থেকে লালবাগ শহরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হল ব্যানার। পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'আগামী ১৫ ই আগস্ট থেকে পুরোপুরি ভাবে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ শহরে। বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং করা হচ্ছে এবং পোস্টার লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে ও দোকানদারদের সাবধান করা হচ্ছে। যদি কেউ নিয়ম লঙ্ঘন করে প্লাস্টিক ব্যবহার করে তবে তাদের আর্থিক জরিমানা করা হবে।'
পুরবাসির উদ্দেশ্যে আবেদন করে পুরপ্রধান বলেন, 'বাজারে গেলে বাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে যান, দোকানদাররা প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করুন। অতি প্রয়োজনে ১২০ মাইক্রনের উপর যেসব প্লাস্টিক সেগুলো ব্যবহার করুন। তবে ১২০ মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'
বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের উপর হালকা জল পড়লে সেখানে ডেঙ্গু মশার লার্ভার জন্ম হয়। যার ফলে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার মত বিভিন্ন মশাবাহিত রোগ আমাদের শরীরে বাসা বাঁধে। এ বিষয়ে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে ডাবের খোলা, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ অথবা ছোট ছোট পাত্রে জল জমতে দেওয়া যাবে না। ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে দেওয়ায় সেখানে জল জমছে, তাই প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।'
সিটি মুর্শিদাবাদ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, 'দিন কয়েক আগে মহকুমা অফিসে যে বৈঠক হয় সেখানে আমরা পুরসভার উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছিলাম। দোকানদাররা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিকল্প হিসেবে কাগজের ঠোঙ্গা ব্যবহার করতে পারে। চায়ের দোকানে প্লাস্টিক কাপ বন্ধ করে কাগজের কাপ বা মাটির ভাড় ব্যবহার করা যেতে পারে। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।'

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফের বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন। এবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নিমতিতায় ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য রনজিত দাস। শনিবার সকালে সামশেরগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা তথা নিমতিতা অঞ্চল সভাপতি সামিউল হকের নেতৃত্বে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। এসময় ২৩৬ নম্বর বুথের মেম্বার রনজিত দাস ছাড়াও ২৮ জন সক্রিয় বিজেপির কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জ ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, নিমতিতা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সামিউল হক, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মইমুর শেখ, শিক্ষক নেতা আবু বারকাত শাহ আলম, সামশেরগঞ্জ ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুব নেতা আসিফ ইকবাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন দেখেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল যোগদান করলেন বলেই জানান নবাগতরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বারাসত কোর্ট চত্বরে বেআইনি হকার উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: পুলিশ প্রশাসন এবং পৌরসভার আধিকারিকদের নিয়ে শনিবার সকাল থেকে বারাসতে শুরু হল বেআইনি হকার উচ্ছেদ। এ নিয়ে একাধিকবার বারাসত জেলাশাসক দফতরে বৈঠক করা হয়। প্রায় এক সপ্তাহ বেআইনি হকার উচ্ছেদের সচেতনতা মাইকিংও করা হয় বারাসত শহর জুড়ে। শনিবার সকাল দশটা থেকে বারাসত জেলা আদালত চত্বরে পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে পৌরসভার আধিকারিকেরা হকার উচ্ছেদে নামে। জেসিবি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় একাধিক বেআইনি দোকান।

প্রথম নজর

ইসরায়েলে ‘মগজ খেকো’ অ্যামিবা আতঙ্ক

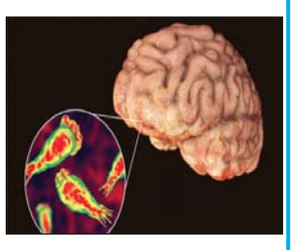

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে ভয়ঙ্কর ব্রেন (মস্তিস্ক) খেকো অ্যামিবা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এরইমধ্যে দেশটির হাসপাতালগুলোতে কয়েক শতাধিক মানুষ ছুটে গেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। শুক্রবার সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। সেফেডের জিভ মেডিক্যাল সেন্টারের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত হয়ে সেফেডের জিভ মেডিকেল সেন্টারে হাসপাতালে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ভর্তি করা হয়। ওই শিশুর অবস্থা গুরুতর। টাইবেরিয়াসের গাই বিচ ওয়াটার পার্কে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল।

কী এই ‘মগজ খেকো’ অ্যামিবা? নেগেলেরিয়া ফাওলেরি নামে পরিচিত অ্যামিবাটি হলো এককোষী প্রাণী। খালি চোখে দেখা যায় না এই প্রাণীকে। এটি থার্মোফিলিক। উষ্ণ প্রস্রবণ বা গরম পানিতে এই প্রাণীকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ১১৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় ভাল থাকে এই অ্যামিবারা। সেজন্য হট ওয়াটার লেক বা উষ্ণ প্রস্রবণগুলোতে এদের দেখা মেলে অনেক বেশি। সাধারণত উষ্ণ অঞ্চলের পুকুর বা নদীর পানিতে থাকা অ্যামিবা মানুষের নার্ভস সিস্টেমে হামলা চালায়। পানিতে নেমে গোসল করলে এটি কান ও নাকের ফুটে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। তারপর সেটি চলে যায় মস্তিস্কে। এটি সরাসরি ব্রেনের কোষ ও টিস্যুতে আক্রমণ করে। তাই এটিকে ‘মস্তিস্ক খেকো অ্যামিবা’ও বলা হয়। আক্রান্ত হলে মৃত্যুর হার প্রায় ৯০ শতাংশ। এবং আক্রান্ত হওয়ার ১-৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই ধরনের সংক্রমণ এতটাই বিরল যে, এর কোনও নির্দেশিত চিকিৎসা নেই।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই ধরনের সংক্রমণে জ্বর, মাথাব্যথা, ঘাড়ে সমস্যা, বমি বমি ভাব, বমি, বিভ্রান্তি, চেতনা হারানো, খিঁচুনি, পেশির দুর্বলতার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। পরের দিকে তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে প্রাণঘাতীও হতে পারে। জানা গেছে, ইসরায়েলে এর আগে ২৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি ব্রেন খেকো অ্যামিবায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনিও তাইবেরিয়ার গাই বিচ ওয়াটার পার্কে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়াটার পার্কটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পরিবেশ স্বাস্থ্যকর্মীরা ইতোমধ্যে ওই ওয়াটার পার্ক পরিদর্শন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু ওয়াটার পার্কের পানিতে ব্রেন খেকো অ্যামিবার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ইসরায়েলি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, টাইবেরিয়াসের গাই বিচ ওয়াটার পার্কে যাওয়া ২৫০ জনেরও বেশি মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে গেছেন। পরে জানা গেছে, তারা কেউই ব্রেন খেকো অ্যামিবায় আক্রান্ত হননি।

দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার রাশিয়ার প্রাক্তন প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির দায়ে রাশিয়ার সাবেক প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী দিমিত্রি বুলগাকভকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি) তাকে গ্রেফতার করেছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। দিমিত্রি বুলকাভ রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রসদ বিভাগের প্রধান ছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পদচ্যুত করা হয় তাকে। তারপর তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বস্তুত, দিমিত্রি বুলগাকভের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ গত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিগুলোর মধ্যে একটি। এর আগে গত ২৩ এপ্রিল রুশ প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী তিমুর ইভানভের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর তাকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিমুর ইভানভ সাবেক রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তারপর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাঁচজন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা-মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বশেষ গ্রেফতার হলেন বুলগাকভ। তার গ্রেফতারের পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রতিরক্ষা ও সামরিক খাতকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর।

সৌদিতে ভয়াবহ ধূলিঝড়ে ১৩ গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: মরুভূমির দেশ সৌদি আরবে ভয়াবহ ধূলিঝড়ে ১৩ গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় চারজন জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত আরো ১৯ জন।

শনিবার (২৭ জুলাই) সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে রাজধানী রিয়াদের আল রায়ান এবং আসির প্রদেশের বিসাকে সংযুক্তকারী একটি সড়কে।

সৌদির সড়ক নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, ধূলিঝড়ের কারণে আল রায়ান সড়কে ১৩টি গাড়ি দুর্ঘটনায় কবলে পড়েছিল। এই দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের হাত পা ভেঙে যাওয়া, অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হয়েছে। বাকিরা অল্প আঘাত পেয়েছেন।

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের প্রথমে রেড ক্রিসেন্টের মাধ্যমে আল রায়ান জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরমধ্যে সাতজনকে এই হাসপাতালেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চারজনকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর আটজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ১৭টি গাড়ি। মূলত ধূলিঝড়ের কারণে রাস্তা দেখতে না পাওয়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। গাড়িগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং রাস্তার পাশে পড়ে ছিল।

গত মাসে তাবুকে শ্রমিকবাহী একটি গাড়ি উল্টে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়।

যে কারণে মার্কিন নির্বাচন ঘিরে আলোচনায় এফটিসি প্রধান লীনা খান

আপনজন ডেস্ক: এবার বড় বড় অনেক মার্কিন ব্যবসায়ী দেশটির বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা সরকারি সংস্থা ফেডারেল ট্রেড কমিশনের প্রধান লীনা খানকে সরিয়ে দিতে দেনদরবার শুরু করেছেন। যাতে আরও যুক্ত হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির চাঁদাদাতা দুই শতকোটিপতি ব্যারি ডিলার ও রিড হফম্যান। তাদের মনে করছেন, কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে লীনা খানকে পদ থেকে সরিয়ে দেবেন। রয়টার্স জানিয়েছে, লীনা খানকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বাজার প্রতিযোগিতা নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাইডেনের এই পছন্দকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছেন ডিলার ও হফম্যান। তাদের মধ্যে ব্যারি ডিলার ভ্রমণবিষয়ক সাইট এক্সপেডিয়ার চেয়ারম্যান। আর লিঙ্কডইনের সহপ্রতিষ্ঠা হলেন রিড হফম্যান। বাইডেন প্রশাসন অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছে প্রতিযোগিতাবিষয়ক আইন ব্যবহার করে বাজারে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এর মাধ্যমে উচ্চমূল্য আর কম আয়ের যে সমস্যা, তারও কিছুটা সমাধান করতে চান প্রেসিডেন্ট বাইডেন। সম্প্রতি ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) প্রতিযোগিতাবিহীন চুক্তি নিষিদ্ধ করেছে। এটি করা হয়েছে লীনা খানের তত্ত্বাবধানে। বড় ব্যবসার বিষয়ে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে লীনা খানের ওপর অনেক করপোরেট প্রতিষ্ঠান রীতিমতো ক্ষিপ্ত। কিন্তু আবার এ কারণে তার অনেক ভক্তও রয়েছে। তাদের একজন জেডি ভ্যান্স। তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের রানিংমেট, অর্থাৎ জিতলে তিনিই হবেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। এ পরিস্থিতিতে ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য বিপুল অর্থ খরচ করেন, এমন অনেক ধনী ব্যবসায়ী প্রকাশ্যে বলছেন যে তারা সম্ভাব্য হ্যারিস প্রশাসনে লীনা খানকে দেখতে চান না। ব্লুমবার্গের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্যারি ডিলার বলেন, আইন যতটা অনুমোদন দেয়, তিনি ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ কমলা হ্যারিসের প্রচারণার জন্য দেবেন। অন্যদিকে সিএনবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, লীনা খানকে সরাতে তিনি হ্যারিসের কাছে সুপারিশ করবেন। কারণ, একটি ব্যবসা দক্ষভাবে বড় হতে যা করতে হয়, লীনা খান তার ‘প্রায় সব কিছুর’ বিপক্ষে। লীনা খানের অধীনে এফটিসি ব্যবসা একীভূতকরণ ঠেকানোর বিষয়ে একধরনের পরিচিতি অর্জন করেছে। তবে বাস্তবে এই সংস্থা বছরে ২ শতাংশেরও কম চুক্তি পর্যালোচনা করে, আর প্রতিরোধ করে ১ শতাংশের কম চুক্তি। যেসব চুক্তি বন্ধ করতে এফটিসি মামলা করেছিল, সেগুলোর মধ্যে ছিল নিত্যপণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ক্রোগার ও অ্যালবার্টসন।

চুক্তিগুলো বন্ধ করার ক্ষেত্রে এফটিসি শুধু ভোক্তাদের স্বার্থের বিষয়ের কথা ভাবেনি, বরং তা শ্রমিকদের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে সে বিষয়ও আদালতে তুলে ধরে। এফটিসির মুখপাত্র ডগলাস ফেরার বলেন, ‘চেয়ার খান বাইডেন প্রশাসনে কাজ করতে পেরে গর্বিত। এই কাজের মাধ্যমে তিনি ভোক্তা, শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদের বেআইন আচরণ ও করপোরেট অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।’

বৃহস্পতিবার সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রিড হফম্যান বলেন, তিনি আশা করছেন, কমলা হ্যারিস লীনা খানকে সরিয়ে দেবেন। তার মতে, এফটিসির চেয়ারপারসন ‘এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আমেরিকাকে সাহায্য করছেন না’। হফম্যান ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য চাঁদা তোলে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে ৭০ লাখ ডলার দিয়েছেন। রিড হফম্যান সফটওয়্যার কোম্পানি মাইক্রোসফটের পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য। ২০১৬ সালে মাইক্রোসফট ২ হাজার ৬২০ কোটি ডলারে লিঙ্কডইন কিনে নেয়। মাইক্রোসফট গেমস কোম্পানি অ্যাক্টিভিশন ব্লিজার্ড অধিগ্রহণের চেষ্টা করার পর এফটিসি বিশাল এই সফটওয়্যার কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। তবে গুরুত্বপূর্ণ ডেমোক্রেটিক সিনেটরদের কেউ কেউ লীনা খানের সমর্থনে কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বার্নি স্যান্ডারস ও এলিজাবেথ ওয়ারেন। শুক্রবার এলিজাবেথ ওয়ারেন বলেন, লীনা খানের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, ‘গতকাল প্রকাশিত জিডিপি পরিসংখ্যানে অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার যে তথ্য পাওয়া গেছে, তার পেছনে মূল কারণ এটিই।’

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০২১ সালের মার্চে লীনা খানকে এফটিসির একজন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। সিনেটে শুনানির পর জুন মাসে তার মনোনয়ন নিশ্চিত করা হয়। তিনি দুই দল থেকেই সমর্থন পান। এরপর বাইডেন তাকে এফটিসির চেয়ারপারসন হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি হলেন এফটিসির তৃতীয় এশিয়ান-আমেরিকান প্রধান। লীনা খানের জন্ম লন্ডনে। তার মা-বাবা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত।

চারদিনে খান ইউনিসে প্রায় ২ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি বোমা হামলা থেকে বাঁচতে মাত্র চারদিনে গাজা উপত্যকার খান ইউনিস শহরে প্রায় দুই লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। গত সোম থেকে বৃহস্পতিবার এই চার দিনে এসব ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা ওসিএইচএ।

শুক্রবার জাতিসংঘের মানবিক সংস্থাটি জানিয়েছে, চার দিনে মধ্য ও পূর্ব খান ইউনিস থেকে প্রায় এক লাখ ৮২ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এছাড়া শত শত লোক পূর্ব খান ইউনিসে আটকা পড়েছেন।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সোমবার দক্ষিণ খান ইউনিস শহরের কিছু অংশে সরিয়ে নেয়ার আদেশ জারি করে। তারা ঘোষণা করেছে যে তারা সেখানে ‘জোরপূর্বক কাজ করবে’।

এদিকে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় খান ইউনিসে অন্তত ১৮ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন অনেকে।

প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা এবং প্রায় ২৫০ জন ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে বন্দি করে গাজায় নিয়ে আসে হামাস। একই দিন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা করে আসছে ইসরায়েল। ইতিমধ্যে ছোট্ট এই উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলায় ৩৯ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

গত নভেম্বরে কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে সাতদিনের একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির আওতায় হামাস শতাধিক ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তিও দেয়। তবে এখনো তাদের হাতে শতাধিক ইসরায়েলি বন্দি রয়েছে। মাস খানেক আগে দুপক্ষের মাঝে একটি যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় আলোচনায় অগ্রগতি হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো চুক্তি হয়নি।

ঘুষ কাণ্ডে কলম্বিয়ার গোয়েন্দা প্রধানের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: কলম্বিয়ার গোয়েন্দা প্রধান কার্লোস রামন গঞ্জালেস দেশটির সংসদে বিল পাসের গতি ত্বরান্বিত করতে আইন প্রণেতাদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। এরপরেই শুক্রবার পদত্যাগ করেন তিনি। গঞ্জালেস দেশটির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পেত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, তিনি কার্লোস রামন গঞ্জালেজের ‘পদত্যাগপত্র’ গ্রহণ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, ‘সিভিল ইন্টেলিজেন্সের প্রধান হিসেবে তার অবস্থান কোনো বিচার বিভাগীয় তদন্তের সঙ্গে বেমানান।

বৃহস্পতিবার প্রসিকিউটররা গঞ্জালেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, তিনি বেশ কয়েকটি সরকারি বিল গ্রহণের গতি ত্বরান্বিত করার বিনিময়ে সংসদের উভয় কক্ষের প্রেসিডেন্টদের ঘুষ দেওয়ার জন্য ‘নির্দেশনা’ দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কমলা হ্যারিসকে ইহুদিবিদ্বেষী বললেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন কংগ্রেসে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বক্তব্য এড়িয়ে যাওয়ায় মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে ইহুদিবিদ্বেষী বলে আক্রমণ করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার (২৬ জুলাই) দক্ষিণ ফ্লোরিডায় আয়োজিত ধর্মীয়ভাবে কট্টর ডানপন্থী সমর্থকদের এক সমাবেশে এ মন্তব্য করেন ট্রাম্প। আসন্ন মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্প তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘কমলা ইহুদিদের পছন্দ করেন না, ইসরায়েলকেও পছন্দ করেন না। তিনি এটি সব সময়ই করে থাকেন, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই।’ ট্রাম্প আরো বলেন, ‘কমলা নবজাতকদের হত্যার অনুমোদন দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।’ গত রোববার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে সামনে চলে আসেন কমলা।

বাইডেন নিজেও সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার সময় তার দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে কমলার প্রতি তার সমর্থন জানিয়েছেন। গত কয়েক দিনে জনমত জরিপগুলোয় ট্রাম্পকে জোর টক্কর দিচ্ছেন কমলা। এমনকি কখনো কখনো ট্রাম্পের থেকে এগিয়েও গেছেন। দক্ষিণ ফ্লোরিডায় শুক্রবারের ওই সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প বেশির ভাগ সময় জুড়ে কমলার বিয়োদ্‌গার করে গেছেন। বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর থাকার সময়ে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা কী কী করেছেন, তা নিয়ে নানা অভিযোগ তুলেছেন। তবে বলা হচ্ছে, ট্রাম্পের বেশির ভাগ অভিযোগের সঙ্গেই বাস্তবতার মিল নেই। গত বুধবার মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

ভালো পড়াশোনা ও আদর্শ মানুষ গড়ার ঠিকানা

আল-আমীন মিল্লী মিশন

গ্রাম ও পোঃ - হটুগঞ্জ, থানা : উস্থি, ব্লক - মগরাহাট-১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান : জি.ডি চ্যারিটেবল সোসাইটি

প্রধান উপদেষ্টা
সেখ নুরুল হক
আই.এ.এস, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পিএসসি

মহঃ আবদুল গাফফার
চেয়ারম্যান
আল আমীন মিল্লী মিশন

মহঃ আবদুল ওহাব
সাধারণ সম্পাদক
আল আমীন মিল্লী মিশন

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির জি.ডি. এম ক্যাটের মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে।

নতুন উদ্যোগ :
বালিকা বিভাগের কাজ শুরু হয়েছে
অদূর ভবিষ্যতে এতিমখানা শুরু করার পরিকল্পনা আছে।

সাফল্য : মাধ্যমিক ২০২৪

মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	স্টার	প্রথম বিভাগ	সর্বোচ্চ নম্বর (%)
৪৮ জন	৪৮	২৩	৩৫	৬৫১ (৯৩%)

আজম তাসাদ্দুক মহঃ
৬৫১ (৯৩%)

মমতাজুল হাসান সেখ
৬৫০ (৯২.৮৫%)

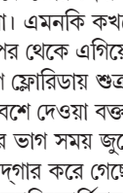

ইহতিসামউল হকগাজী
৬৪৯ (৯২.৭২%)

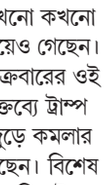

রাজিবুল ইসলাম মোল্লা
৬৪১ (৯১.৫৮%)

সাফল্য : উচ্চমাধ্যমিক ২০২৪

মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	স্টার	প্রথম বিভাগ	সর্বোচ্চ নম্বর (%)
৩০ জন	৩০	১৯	১১	৪৫৯ (৯২%)

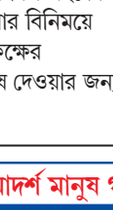

জসিম উদ্দিন নাইয়া
৪৫৯ (৯২%)

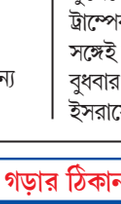

জাহির আল কাবির
৪৪১ (৮৮.২%)

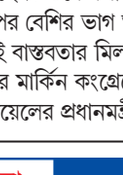

ইনজামাম মোল্লা
৪৪০ (৮৮%)

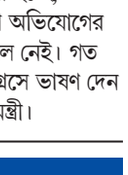

আহমাদুল্লাহ বৈদ্য
৪৩৮ (৮৮.৬%)

নিট সাফল্য : ২০২৪

আমানাতুল্লাহ সেখ
প্রাপ্ত নম্বর-৬৪৩

আমিমুল হাসান মীর
প্রাপ্ত নম্বর-৬১৫

সামির হোসেন মোল্লা
প্রাপ্ত নম্বর-৬১৪

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৫ মি.

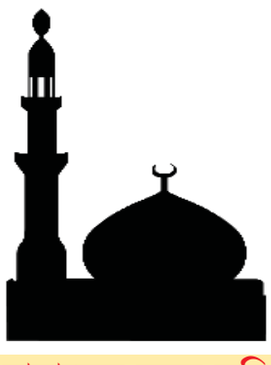

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৮	৫.০৬
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৫	
এশা	৭.৪১	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

চিন-রাশিয়ার ৪ যুদ্ধবিমানকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ধাওয়া

আপনজন ডেস্ক: চীন ও রাশিয়ার চারটি যুদ্ধবিমানকে ধাওয়া করে আলাস্কার আন্তর্জাতিক আকাশপথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কানাডাও। নর্থ আমেরিকান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড (এনওআরএডি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বুধবার ধাওয়া দিয়ে চীন ও রাশিয়ার সামরিক বিমানগুলোকে আলস্কার আকাশসীমার পাশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এনওআরএডি বলছে, রাশিয়ার যুদ্ধবিমান দুটি টিইউ-৯৫ মডেলের ছিল। চীনা যুদ্ধবিমান দুটি ছিল পিআরসি এইচ-৬ মডেলের। শনাক্ত করার পরপরই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার যুদ্ধবিমান গিয়ে সেগুলোকে ধাওয়া দেয়। তবে চীন ও রাশিয়া যুদ্ধবিমানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় প্রবেশ করেনি এবং সেগুলোকে হুমকি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়নি বলে জানিয়েছে এনওআরএডি। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, রাশিয়া ও চীন যৌথ টহলের অংশ হিসেবে চারটি যুদ্ধবিমান যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা উপকূলে পাঠায়।

এরপরেই গত বুধবার বিমানগুলোর গতিপথ রুখে দেয় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সামরিক বাহিনী। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন দেশটির স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য দেন।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে আলোচনায় রোমে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে হামাসের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ইতালির রাজধানী রোমে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা জানিয়েছেন ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন নেতানিয়াহু। এরই মধ্যে তিনি কংগ্রেসে ভাষণ দিয়েছেন। শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে যান। সেখানে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। বাইডেন প্রশাসন জানিয়েছে, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র সেটি সমাধানের চেষ্টা করছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন, গাজায় বেসামরিক মানুষের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে তিনি চুপ থাকবেন না। এই সংকট সমাধানে তিনি উভয় পক্ষকে একটি অবস্থানে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন। কমলা হ্যারিস বলেছেন, এখনই যুদ্ধ বন্ধের সময়, তবে এমনভাবে এটি বন্ধ করতে হবে যাতে ইসরায়েল নিরাপদে থাকে। তাছাড়া তিনি সব জিম্মিদের মুক্তি, গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচার বন্ধ ও তাদের স্বাধীনতার কথাও উল্লেখ করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, সপ্তাহের শুরুতেই তিনি যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য রোমে প্রতিনিধি দল পাঠাবেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২০৩ সংখ্যা, ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ২১ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

কথা কম বলাই শ্রেয়

কথায় বলে কথা কম, কাজ বেশি। কিন্তু এই কথা বলা যত সহজ, করা তত কঠিন। যাহারা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, তাহারা জানেন কীভাবে জিহ্বাকে সামলাইয়া চলিতে হয়। কথায় নহে, কাজেই মানুষ বড় হয়। ভাষণে নহে, অ্যাকশনেই দক্ষ মানুষের পরিচয়। এই জন্য কবি কুসুমকুমারী দাশ তাহার 'আদর্শ ছেলে' কবিতায় লিখিয়াছেন, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'।

আমাদের অবশ্যই কথার চাইতে কাজে অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিতে হইবে। বলিলেও কম কথা বলিতে হইবে, যথার্থ কথা বলিতে হইবে। অনেক সময় ছোট্ট ছোট্ট কথায় অনেক বলা হইয়া যায়। তাহাই বরং উত্তম। আমাদের চারিপার্শ্বে পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবনযাপনে এমন ছোট্ট ছোট্ট কথা, বিষয় বা সাইন-সিম্বল রহিয়াছে, যাহা বড় বিষয়কে তুলিয়া ধরে, যাহা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। 'আকাশ' শব্দটি যতই ছোট্ট হউক, তাহার বিশালতা কল্পনার চাইতেও বড়। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই কথা কম বলিয়া বেশি বেশি কাজ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মৃত্যুর পরেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে তাহার কাজের মাধ্যমে। এই জন্য কথার মানুষ আর কাজের মানুষ কখনো এক হইতে পারে না।

আমাদের দেশে অনেকে কম কথা বলেন, কাজ বেশি করেন। কেহ কথা বেশি বলেন, কাজ কম করেন। অনেকে আছেন যতটুকু বলেন, ততটুকু করেন। কেহ আবার না করিয়াও বলেন। আর কেহ না বলিয়াও করেন। এই কথা ও কাজের ক্ষেত্রে কে ভালো কে মন্দ, তাহা সবাই জানেন। তাহার পরেও একটা স্ট্যান্ডার্ড বা মান বোধহয় আমাদের চারিপার্শ্ব হইতেই বোঝা যায়। আমরা মানি আর না মানি, কম কথা বলা আসলে মানুষের উত্তম গুণ। কেননা বেশি কথা বলিলে বিপদ বেশি হয়। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। পক্ষান্তরে চিন্তাভাবনা করিয়া কথা বলিলে পদস্খলন কম হয়। এই জন্য ইসলামের নির্দেশনা হইল-'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে (বুখারি ও মুসলিম)। অনেক সময় চুপ থাকিবার কারণে পরবর্তী সময়ে লজ্জায় পড়িতে হয় না। এই জন্য বলা হয়: যে চুপ থাকে, সে পরিত্রাণ পায় (তিরমিজি)।

কেননা কথা বুলেটের মতো। একবার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না। অনেক সময় কথার পরিণতি ও ফলাফল হয় বিপজ্জনক। এমনকি ইহা একসময় জাতীয় সংকটের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। এই জন্য মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে হস্ত ও জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ সবচাইতে জরুরি। বিশেষ করিয়া, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই জন্য মহানবি (স.) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ (লজ্জাস্থান) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাহার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব। (বুখারি)

অনেক সময় হাতের আঘাতের চাইতে কথার আঘাত মারাত্মক ও কষ্টদায়ক। অতএব, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। ভালো কথা বলিতে হইবে নতুবা চুপ থাকিতে হইবে। কথার চাইতে কাজের মূল্য বেশি দিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের কল্যাণ ও সম্মান নিহিত। অনেক সময় দেশ ও জাতির জন্য এমন কঠিন মুহূর্ত আসে, যখন অতি কথা সকলের জন্য খারাপ ফল বহিয়া আনে। এই সময় আমাদের কথা ও কাজে অবশ্যই দায়িত্বশীল হইতে হইবে। কথা কম কাজ বেশি-এই কথা শুধু মুখে বলিলেই চলিবে না, ইহা যেন কথার কথা না হইয়া থাকে। বরং বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাইতে হইবে। আমাদের দেশেও এমন অনেক বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাহারা গণমাধ্যমে তেমন আলোচিত নহেন। কিন্তু তাহারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাহারা কথা বলেন কম, কাজ করেন বেশি। তাহাদের লইয়া কদাচিৎ বিতর্ক দেখা যায়। তাহারা বাগাড়ম্বর করেন না, তাই তাহাদের জীবনে বিড়ম্বনাও কম। আমরা কি তাহাদের অনুসরণ করিতে পারি না?

বাইডেন সরে যাওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না জো বাইডেন। গত রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে নতুন প্রার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রতি নিজের সমর্থন জানিয়েছেন বাইডেন। এখন দলীয় সিদ্ধান্ত একই হলে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে লড়বেন কমলা হ্যারিস। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী পরিবর্তনের ফলে নির্বাচনে দলটি জয়ী হতে পারবে কি না, তা নিয়ে লিখেছেন **রিচার্ড হাস**

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি বদলে দিয়েছে। এবারের জুলাই মাসটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ঐতিহাসিক। রিপাবলিকান পার্টির কনভেনশনের প্রাক্কালে সুপ্রিম কোর্টের একটি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা–এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলিরই অংশ।

ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক কর্মকর্তা এবং দাতাদের অনুরোধের পাশাপাশি ভোটারদের ইচ্ছা অনুসারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে বাইডেনের সরে আসার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। ৮১ বছর বয়সী বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি বয়সী প্রেসিডেন্ট। এই বয়স নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তিনি কতটা ভালো করতে পারবেন, সে প্রশ্ন ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যেই ছিল। এসব সত্ত্বেও দলের ডেলিগেটরা (প্রতিনিধি) তাঁকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। সে অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারও শুরু করেছিলেন বাইডেন। তবে বাদ সাধে গত মাসের শেষের দিকে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর প্রথম সরাসরি নির্বাচনী বিতর্ক।

এই বিতর্কে বাইডেন পরাজিত হয়েছেন–অনেকেই এমনটা মনে করে থাকেন। তাঁর বয়সের জন্যই এসব কিছু হয়েছে এবং আরও চার বছরের জন্য তাঁর পক্ষে দেশ চালানো অসম্ভব–মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে এ রকম মনোভাব লক্ষ করা গেছে। কিন্তু ট্রাম্পের ক্ষেত্রে তাঁদের ধারণা তেমন নয়।

বাইডেনের সফলতা-ব্যর্থতা সম্পর্কে এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা যাবে না। অন্য সব কারণ বাদ দিলেও একটি কারণ হলো, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর মেয়াদ এখনো ছয় মাস বাকি। তিনি সরে গিয়ে তাঁর সম্ভাব্য সমালোচনা দূর করার দিকে অনেক পথ এগিয়ে গেছেন।

কারণ, সমালোচকেরা বলেছেন, বাইডেন প্রতিযোগিতায় থাকলে নির্বাচনী পূর্বাভাস অনুসারে তিনি ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হতেন। মার্কিন গণতন্ত্র এবং বিশ্বব্যাপী দেশটির ভূমিকার ব্যাপারে ট্রাম্পের অঙ্গীকার নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন রয়েছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ডেমোক্রেটিক মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন–এমন সম্ভাবনা প্রবল। বাইডেনের অনুমোদন তাঁকে মনোনয়ন পেতে সাহায্য করবে। তবে এতেই বিষয়টা নিষ্পত্তি হবে না। কারণ, বাইডেনের কেবল তাঁর প্রতিশ্রুত দলীয় প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে।

কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রভাব কাজে লাগবে না।

এই আগস্টে শিকাগোতে ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনে একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা হবে। এর মধ্যে চার সপ্তাহে যা ঘটবে, আগামী দিনে সেটাই নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে পারে।

হ্যারিস মূলত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনয়ন পেতে পারেন। আবার এক বা একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীও আবির্ভূত হতে পারেন।

ধরে নিচ্ছি যে কমলা হ্যারিস টিকে থাকবেন। পরবর্তী দৃশ্যপট তাঁর জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। চলমান প্রক্রিয়াটি তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতাকে আরও উন্নত করবে, একজন বিজয়ী হিসেবে দেখাতে সাহায্য করবে এবং তাঁকে একজন অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্টের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেবে। প্রক্রিয়াটি এমন এক সময়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির ওপরও আলোকপাত করবে, যখন দলটিকে ভোটারদের কাছে নিজেকে আবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে। এটি অপরিহার্য। কারণ, ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর রানিংমেট সিনেটর জেডি ভ্যান্স প্রচার-প্রচারণায় অনেকটাই এগিয়ে গেছেন।

তবে হ্যারিস যদি নির্বাচনী দৌড়ে তাঁদের কাছে হেরেও যান, জরিপগুলো এমন পূর্বাভাস দেয় যে তিনি বাইডেনের তুলনায় ভালো ফল করবেন। হ্যারিসের মনোনয়ন প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের জয়ের সম্ভাবনাকে উন্নত করবে (সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নাগালের বাইরে রাখা হবে) এবং এভাবে রিপাবলিকানদের পুরো ফেডারেল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

নির্বাচনী পূর্বাভাসে ট্রাম্প হ্যারিসের চেয়ে সামান্য এগিয়ে আছেন। তবে পরের মাসে তিনি স্পটলাইটে পা

ধরে নিচ্ছি যে কমলা হ্যারিস টিকে থাকবেন। পরবর্তী দৃশ্যপট তাঁর জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। চলমান প্রক্রিয়াটি তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতাকে আরও উন্নত করবে, একজন বিজয়ী হিসেবে দেখাতে সাহায্য করবে এবং তাঁকে একজন অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্টের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেবে। প্রক্রিয়াটি এমন এক সময়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির ওপরও আলোকপাত করবে, যখন দলটিকে ভোটারদের কাছে নিজেকে আবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে। এটি অপরিহার্য। কারণ, ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর রানিংমেট সিনেটর জেডি ভ্যান্স প্রচার-প্রচারণায় অনেকটাই এগিয়ে গেছেন।

রাখার সঙ্গে সঙ্গে একটি উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কৌঁসুলি হিসেবে হ্যারিসের দক্ষতা রয়েছে, যে দক্ষতার পরিচয় তিনি প্রথমে একজন সরকারি কৌঁসুলি এবং পরে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দিয়েছেন এবং মানুষের সম্মানও পেয়েছিলেন।

বিষয়টা নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় তাঁকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করবে। তিনি সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি ভ্যান্সের গর্ভপাতবিরোধী কট্টর অবস্থান মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। রিপাবলিকান টিকিটে একজন নারী বা সংখ্যালঘু প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে তিনি কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন।

যাহোক, এবার ডেমোক্র্যাটদের একটি অনিবার্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এটাকে 'হুবার্ট হামফ্রে ডিলেমা' হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। ১৯৬৮ সালে হামফ্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন আবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরপর হামফ্রে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাইডেন যে 'প্রত্যাহারপত্র' লিখেছেন, তার সঙ্গে ৫৬ বছর আগে জনসনের কথার অনেক মিল রয়েছে। এক্সে জো বাইডেন লিখেছেন, 'আমার সরে দাঁড়ানোটা আমার দল, আমার দেশ ও আমার নিজের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক।' যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করাটা তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

বাইডেন ও জনসন প্রায় একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। দুজনের কণ্ঠে একই ধরনের বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হলেও প্রধান পার্থক্য হলো, বাইডেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে জনসন রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন।

হুবার্ট হামফ্রে ডিলেমার কথা উল্লেখ করা করা হয়েছে। এর নিগূঢ় অর্থ হলো: কীভাবে অনুগত দেখাবেন এবং অজনপ্রিয় নীতিগুলো দিয়ে ভারাক্রান্ত না হয়ে প্রেসিডেন্ট পদে জনপ্রিয়তার কৃতিত্ব নেবেন। ১৯৬৮ সালে এটি ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ, যা হামফ্রের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে জটিল করে তুলেছিল। কারণ, তিনি এমন একটি নীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখা কঠিন বলে মনে করেছিলেন, যার সঙ্গে তিনি নিজেই যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া তিনি এমন একজন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করেছেন, আনুগত্যের জন্য যাঁর সহনশীলতা ছিল খুবই কম।

বর্তমানে কোনো একক ইস্যু জনসাধারণের বিতর্কে প্রাধান্য পায় না। তবে বাইডেনের থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে আলাদা করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, যাঁরা পরিবর্তন চান, তাঁদের অনেকের কাছে আগের শাসনামলকে একটি বোঝা মনে হতে পারে। কেউ যদি এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁদের শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফলগুলো দেখতে হবে।

হ্যারিস বা অন্য কেউ, যেই ডেমোক্রেটিক মনোনীত প্রার্থী হোন, তাঁকে বেশ কিছু বিষয়ে নীতিনির্ধারণী বক্তব্য দিতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন, 'চিপস' ও বিজ্ঞান আইন। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই, গণতন্ত্র রক্ষার প্রচেষ্টা, গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়গুলোও রয়েছে।

তবে পরিস্থিতি এটাও বলে যে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মধ্যপ্রাচ্যের নীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতে পারেন। সাধারণ আমেরিকানরা প্রভাবশালী মার্কিন রাজনীতিকদের ইসরায়েলপন্থী হিসেবে দেখে থাকেন। তবে সীমান্তবিষয়ক নীতি এবং অপরাধকে তাঁরা মামুলি বিষয় মনে করেন।

হ্যারিস যদি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডেমোক্র্যাটদের পছন্দের প্রার্থী হয়ন, তাহলে তাঁর রানিংমেট (ভাইস প্রেসিডেন্ট) নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হবে। নভেম্বরের নির্বাচনে বেশ কয়েকটি মধ্য-পশ্চিমি রাজ্য সিদ্ধান্তমূলক হতে পারে এবং সেখানে স্বাধীন ভোটারদের একটি বড় ভূমিকা থাকতে পারে। মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার, পেনসিলভানিয়ার জোশ শাপিরো, কেন্টাকির অ্যান্ডি বেসিয়ার এবং উত্তর ক্যারোলাইনার রয় কুপারকে হ্যারিসের সম্ভাব্য রানিংমেট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাঁরা সবাই বাইডেনের সঙ্গে কাজ করেছেন।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বাইডেনের অত্যাশ্চর্য ঘোষণার পরও ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য এখনো অনেক কিছু অনিশ্চিত। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, এবারের নির্বাচনের ফলাফল যুক্তরাষ্ট্র এবং বাকি বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

নির্বাচনে সাধারণত এ রকম হয় না। কারণ, প্রার্থীদের মিল তাঁদের পার্থক্যকে ছাড়িয়ে যায়। এবার সে রকম নয়। পার্থক্যগুলো গভীর। আমেরিকানরা এই নভেম্বরে ভোট দেওয়ার সময় ঠিক কতটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন, তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা-বর্ণনা করা এখন বেশ কঠিন ব্যাপার।

রিচার্ড হাস লেখক এবং কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনের প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস

প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে নেওয়া

কর্তৃত্ববাদীদের দায়মুক্তি রাজনৈতিক সহিংসতার ইন্ধন দিচ্ছে

ম্যাকিয়েজ কিসিলোস্কি

এ বছরের দ্বিতীয় জনপ্রিয় কোনো রাজনৈতিক নেতাকে হত্যার চেষ্টা ছিল সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর গুলিবর্ষণ। মাত্র দুই মাস আগে স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোকে খুব কাছ থেকে চারটি গুলি করা হয়েছিল। তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এ দুটি ঘটনা বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক সহিংসতার পুনরুত্থানের আভাস দিচ্ছে।

যদিও ট্রাম্প ও ফিকোকে হত্যার চেষ্টা অনেক উদারপন্থীর বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া কিছুটা কমিয়েছে, তবে তাঁদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়াগুলোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে যাচ্ছে।

সেটি হলো, বর্তমানে যে রাজনৈতিক সহিংসতার উত্থান ঘটছে, তার মূল চালিকা শক্তি কিন্তু কর্তৃত্ববাদীদের সমালোচনা নয়। এর জন্য মূলত দায়ী হলো জনতুষ্টিবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগকে সময়োপযোগীভাবে মোকাবিলা করতে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা।

ট্রাম্পের মতো ফিকোও প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে রাজনৈতিক মাঠে প্রত্যাবর্তন করেছেন। পাঁচ বছর আগে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁর দেশে এক অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও তাঁর বান্ধবী নৃশংসভাবে খুন হন। সেই ঘটনায় ফিকোর ঘনিষ্ঠ লোকেরা জড়িত ছিলেন। ফলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হন। এরপরই তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

দুঃখজনকভাবে স্লোভাকিয়ার গণতন্ত্রপন্থী দলগুলো ফিকোকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি বাধ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফিকোকে বিচার থেকে দায়মুক্তি দেওয়ার বিধি তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধে ২০২২ সালে স্লোভাকিয়ার পার্লামেন্টে যে ভোট হয়েছিল, তাতে বেশির ভাগ পার্লামেন্ট সদস্য দায়মুক্তি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেন। ফলে তিনি দায়মুক্তি পেয়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ থেকে তিনি রেহাই পান এবং তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। এর এক বছর পর ফিকো ক্ষমতায় ফিরে আসেন এবং তাঁর কর্তৃত্ববাদী এজেন্ডা নিয়ে আবার এগোতে শুরু করেন।

স্লোভাকিয়ায় ফিকোর দায়মুক্তির রক্ষাকবচ ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থতার কারণে উদারপন্থীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রত্যাখ্যানের কবলে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। অনেক মার্কিন উদারপন্থী ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলার ধীরগতির জন্য বিচারব্যবস্থার আলসেমিকে দায়ী করেন। এই বিলম্বের কারণ হিসেবে কাজ করা অনেক ত্রুটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলেও মনে করা হয়। এই ত্রুটিগুলোর মধ্যে প্রধান ত্রুটি হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে মেরিক গারল্যান্ডকে নিয়োগ দেওয়া। ২০২২ সালের গোড়ার দিকে ট্রাম্পের অসংখ্য অপরাধের বিচার করতে গারল্যান্ডের অনীহা নিয়ে খোদ বাইডেন হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রেওয়াজের প্রতি সম্মান রেখে বাইডেন গারল্যান্ডকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা রাখতে কোনো তাড়া দেননি।

রাজনৈতিক সহিংসতার এই সাম্প্রতিক পুনরুত্থান আমাদের এই রীতি-রেওয়াজগুলোকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে। হত্যার চেষ্টাকারীদের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল, তা যদিও আমরা কোনো দিনই পুরোপুরি বুঝতে পারব না; তবে এটুকু আমরা ধারণা করতে পারি, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত একজন প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন বছরের পর বছর ধরে ন্যায়বিচার এড়িয়ে থাকতে সুযোগ পান, তখন সেটি অনিবার্যভাবেই সামাজিক উত্তেজনা তৈরি করে।

ট্রাম্পের জীবনের ওপর হামলা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ফক্স নিউজ ও অন্যান্য রক্ষণশীল মিডিয়া আউটলেট বারবার ট্রাম্প সম্পর্কে বাইডেনের মন্তব্যকে প্রচার করছিল। বাইডেন ট্রাম্পকে 'আমাদের গণতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। বাইডেনের এ-জাতীয় মন্তব্যগুলোকে এসব সংবাদমাধ্যম উসকানিমূলক রাজনৈতিক বক্তব্যের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছে।

বাইডেনের বিরুদ্ধে ওঠা এই সমালোচনা আংশিকভাবে সঠিক। কারণ, বিদ্রোহকে উসকে দেওয়ার বা অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়। কারও বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হওয়ার আগেই তা নির্বাচনী প্রচারের রসদ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র প্রমাণ করেছে, তাদের সাবেক নেতারা তাদের করা অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হতে পারেন। ফ্রান্সের দুই সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ও নিকোলা সারকোজিকে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

ব্রাজিলে সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোকে তাঁর উত্তরসূরি লুলা দা সিলভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টার কারণে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তার এক বছর পর বলসোনারো অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং একাধিক অপরাধমূলক তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন।

কিন্তু বৃহৎ গণতন্ত্রে যখন সাবেক নেতারা নানা অপরাধের অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি পেয়ে যান, তখন সমাজে ক্ষোভ তৈরি হয়। ট্রাম্প ও ফিকোকে হত্যার চেষ্টা সেই ক্ষোভের প্রকাশ হতে পারে।

ম্যাকিয়েজ কিসিলোস্কি ভিয়েনার সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির আইনের শিক্ষক

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

বিপ্লবী কানাইলালের আত্মাহুতি দিবস পালিত

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বীর বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য এর ৯৪ তম আত্মাহুতি দিবস পালন করা হলো আজ ২৭ শে জুলাই শনিবার তাঁর জন্ম স্থান জয়নগর মজিলপুরে। এদিন সকালে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা ভবনে বিপ্লবীর স্মৃতিতে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করে স্মরণ করলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ একাধিক কাউন্সিলার গন।এর পরে জয়নগর মজিলপুর দও বাজারে বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও বিপ্লবীর সম্পর্কে আলোকপাত করলেন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, লালমোহন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল,সাধন কুন্ডু,প্রবীর নন্দী, পুলক বসু, খোকন দাস সহ আরো অনেকে।এর পরে এদিন দুপুরে জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলে বিপ্লবীর ছবিতে মাল্যদান ও বিপ্লবীর জীবন নিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আত্মাহুতি দিবস পালন করা হলো।উপস্থিত ছিলেন জে এম টেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপংকর মন্ডল,সহ শিক্ষক জ্যোতির্ময় দাস সহ একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকাগন এবং বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির সদস্য ও স্কুলের পড়ুয়ারা। উল্লেখ্য,বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির রায়দানকারী কুখ্যত বিচারক গার্লিককে প্রকাশ্য এজলাসে গুলি করে বিষপান করে আত্মাহুতি দেন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য। আর তাঁর মতো শহীদকে স্মরণ করে প্রতি বছর আলিপুর জর্জকোর্টে ও তাঁর জন্মস্থান জয়নগর মজিলপুরে আত্মাহুতি দিবস পালন করা হয়।

ছবি: মিসবাহ উদ্দিন

সবুজায়নে ‘পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজ’

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করল ‘পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজ।’ শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের তেঘরিয়া মোড় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি সূচনা করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বৃক্ষ রোপনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরেন, পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষকে সচেতনতার বার্তা দেন। জানা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা রঞ্জন চক্রবর্তী, সভাপতি আরশেদ আলী মোল্লা, সম্পাদক গোলাম ছাত্তার গাজী, সহ-সম্পাদক অধ্যাপক ড. জহর মন্ডলদের তত্ত্বাবধানে গণসংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরেই জনস্বার্থে কাজ করে চলেছে। এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই সূচনা হয় এই সংগঠনের। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায় এই সংগঠনের কর্মকর্তাদের। গোলাম ছাত্তার গাজী জানান, জনস্বার্থে বিভিন্ন আন্দোলনের পাশাপাশি সমানভাবে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। করোনা মহামারী, আমফান, সুন্দরবন লাগোয়া নদীর বাঁধ ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয়দের পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সংগঠনের সদস্যরা। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসীদের পক্ষে আমরা সরব হয়েছিলাম। এবার ফের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মতো সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে এল ‘পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজ।’ এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন শিক্ষক মহাদেব পাত্র, সাহিত্যিক সমুদ্র বিশ্বাস, অবত দফাদার, আঁখি রক্ষিত চ্যাটার্জি, সহ সংগঠনের মুখ্য কর্মকর্তা গোলাম ছাত্তার গাজী, আরশেদ আলী মোল্লা, অধ্যাপক ড. জহর মন্ডল প্রমুখ।

সম্প্রীতির শিল্পকলা শীর্ষক আলোচনা ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: শনিবার ডোমকল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি হলে দ্য ডোমকল কলিং পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হল সম্প্রীতির শিল্পকলা ভালোবাসার জীবন শীর্ষক আলোচনা। শুরুতেই স্বাগত ভাষণে সম্প্রীতির কথা বলেন দ্য ডোমকল কলিং পত্রিকার সম্পাদক এম এ ওহাব। সম্প্রীতির শিল্পকলা ভালোবাসার জীবন শীর্ষক আলোচনা করেন প্রখ্যাত অঙ্কন শিল্পী ও লেখক কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত। তিনি সংগীত, শিল্প, সাহিত্যের নানা সম্প্রীতির কথা ইতিহাস থেকে উদাহরণ,চিত্রসহ তুলে ধরেন। বিসমিল্লাহ খানের রামধনুর গান, গিরিশচন্দ্র সেনের অনূদিত কোরান, নজরুলের গানের অসংখ্য হিন্দু গায়ক, অনিল কুমার চৌহানের আরবি অক্ষরের ক্যালিগ্রাফি, মতিবর রহমানের শিল্প, মুসলিম শূন্য বিহারের গ্রামের মসজিদে হিন্দুদের আজানের ব্যবস্থা, মন্দিরের জন্য সম্রাট ওরঙ্গজেবের জমি দান ও তাঁর হিন্দু ভক্তি কবিতা রচনা প্রভৃতি উল্লেখ করে মনোমুগ্ধকর আলোচনা করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন তিনি। শিল্পী কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তকে দ্য ডোমকল কলিং পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক মোঃ জিয়ারুল হক। প্রাককথন পরিবেশন করেন প্রাবন্ধিক চন্দ্রপ্রকাশ সরকার। কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের আলোচনার অসাধারণ মূল্যায়ন করেন সাহিত্যিক অভিজিৎ চৌধুরী। আলোচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সম্প্রীতির কথা বলেন সাহিত্যিক আশিকুল আলম বিশ্বাস। সম্প্রীতির গান করেন নাফসা আজমী ও শান মিস্ত্রী। আবৃত্তি করেন প্রিয় মিস্ত্রী। সম্প্রীতির কবিতা পাঠ করেন এম নাজিম, এস হজরত আলি, সোহরাব হোসেন, অমল কুমার সাহা ও জুলফিকার আলি সেখ। অনুষ্ঠানে ২৮ জন অঙ্কন শিল্পীর সম্প্রীতির ছবি প্রদর্শিত হয়। তাঁদের মধ্যে অরিজিৎ শীল, অন্তু পাল, সিরিনা পারভিন আনসারী, অমিত কর্মকার, স্বস্তিকা সাহা, আয়েশা প্রমুখের ছবি উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ইসা আনসারি।

প্রাইমারি স্কুলে একজনই শিক্ষক, তিনিই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সামলান মিড ডে মিলও

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে স্কুল। তিনি আবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ছাত্র ছাত্রীদের পড়ানোর পাশাপাশি মিড ডে মিলের বাজার ও অফিসের সমস্ত কাজ সামলাতে হয় প্রধান শিক্ষককে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাংনদীয়া বাংরুয়া এম এস কে স্কুলের চিত্র। পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৪টি ক্লাসের শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে ওই শিক্ষককে। একটি ক্লাস নিতে গেলে অন্য ক্লাস ফাঁকা থাকছে। ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা কাঙ্খিত মানের পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন অভিভাবকরাও। তাই উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা ছোটদের ক্লাস নিয়ে থাকেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাহানুল হক বলেন, ২০০১ সাল থেকে ছয়জন শিক্ষক মিলে স্কুলটি অর্গানাইজ করে আসছিলাম। হাইকোর্টে মামলা করার পর ২০০৩ সালে অনুমোদন পায়। তখন দুইজন শিক্ষকের বেতন চালু হয়। এরপর ধাপে ধাপে ছয়জন শিক্ষকের বেতন চালু হয়। পরে এক শিক্ষক মারা যায় ও বাকি চারজন শিক্ষক ধীরে ধীরে অবসর হয়। তার পর থেকে আর কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি স্কুলে। ২০২২ সাল থেকে স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছে। কোনো গ্রুপ ডি কর্মী নেই। আমাকে শিক্ষার্থীদের পড়ানোর পাশাপাশি স্কুলের সমস্ত কাজ করতে হয়। চারটি ক্লাস মিলিয়ে মোট ৮১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। চারটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। নিয়মিত ২০-২৫ জন শিক্ষার্থী পড়তে আসছে। শিক্ষকের অভাবে উঁচু শ্রেণির ছাত্ররাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই শিক্ষক চেয়ে ব্লক, জেলা ও রাজ্যে আবেদন করেছি। স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র জিতেন সিং বলেন, নিচু ক্লাসের ভাই বোনেদের যাতে ক্লাস অফ না যায়, তাই আমরাই পালা করে ক্লাস নিয়ে থাকি। কিন্তু এই ভাবে কতদিন চলবে ? পড়ুয়াদের বক্তব্য, আমরা চাই অবিলম্বে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হোক। অভিভাবক রাহানুল হক ও হাসিনা বিবিরা বলেন, গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ায় খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু এ রকম চলতে থাকলে হয়ত শিক্ষক শূন্য হয়ে পড়বে স্কুলটি। তখন ছাত্রদের কী হবে?তবে শিক্ষকের অভাবে ক্লাস বন্ধ না করে পড়ুয়াদের দিয়ে ক্লাস করানোর প্রশংসা করলেন তাঁরা। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের সমিতি এডুকেশন অফিসার হুমায়ূন কবির কে এই ব্যাপারে ফোন করা হলে তিনি কিছুই উত্তর দিতে চাননি। উল্টে বলেন, খবর করে কিছুই হবে না। এতে স্কুলের ক্ষতি হয়ে যাবে। স্কুলে কেন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না তা প্রধান শিক্ষক ভালো করে জানেন। স্কুলে শিক্ষক চেয়ে বিডিও ও জেলায় আবেদন করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নেই বলে সাফ জানিয়ে দেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এর বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন, লিখিত আবেদনপত্র পেয়েছি। জেলায় বিষয়টি জানাবো।

বিদ্যুৎ যায়নি গ্রামে, ভরসা প্রদীপের আলো

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আপনারা কি যানেন এখনো এমন গ্রাম রয়েছে বিদ্যুতের আলো আজও পৌঁছায়নি ঘরে ঘরে। এক মাত্র ভরসা প্রদীপের আলো। কাজলদিহি বাগানপাড়া নামে রয়েছে গ্রাম। কোতোয়ালি অঞ্চলে ওই এলাকায় এখনো ভরসা প্রদীপের টিম টিম আলো ডিজিটাল যুগে যখন দেশ ডিজিটাল এর পথে এগোচ্ছে তখন আজও অন্ধকারে মধ্যে দিন কাটাচ্ছে মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের কোতোয়ালি অঞ্চলের কাজলদিহি বাগানপাড়া এলাকার ১৯ টি পরিবার । পরিবারগুলির অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তরকে লাইন কানেকশনের জন্য হাজার টাকা করে দিয়েছি তারপরও লাইন এখনো আসেনি ভোট আসে ভোট যায় প্রতিবারই নেতারা তাদের কাছে এসে ভোট নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ আমরা করে দেবো বলে ভোট চাইতে আসে। কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলে নেতাদের আর দেখা মেলেনা এলাকায়। কুপির আলোতে বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে হয় ।অক্ষর সংখ্যা চিনতে খুদেদের সমস্যা হয় চোখেরও সমস্যা হয়। এলাকায় কয়েক বছর আগেই পোল পরেছে তবুও বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি।এলাকাবাসীর অভিযোগ বহুবার তারা বিদ্যুৎ দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধিদের জানাচ্ছেন তাও বিদ্যুৎ আসলো না এখনো অন্ধকারের মধ্যেই থাকতে হয় তাদের গরমে জীবন যাপন কাটাতে হয়।কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য অসীম বারুই অভিযোগ সে নিজেও বিদ্যুৎ দপ্তর এর কাছে বহুবার অভিযোগ জানিয়েছেন তবুও বিদ্যুৎ সংযোগ এলাকায় হয়নি আসলে এই সরকার কোম্পানি ছাড়া কিছু বোঝেনা বিদ্যুৎ দপ্তর কাটমানি পাচ্ছে না বলেই বিদ্যুৎ সংযোগ এলাকায় করছে না তবে আগামী দিনে এলাকাবাসীদের একত্রিত করে বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করবেন বলে জানিয়েছেন।মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু জানান বিজেপি কি বলছে সেই বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না তবে এলাকায় যে বিদ্যুৎ নেই সেটা তাদের জানা নেই এলাকায় যাতে বিদ্যুৎ পৌঁছায় দলগতভাবে তারা জেলা প্রশাসন বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে বিষয়টি জানাবেন। মালদা বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার জানান বিদ্যুৎ দিতে তারা সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন এলাকায় পোল পড়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ করতে অর্থাৎ বিদ্যুতের তার এলাকা দিয়ে নিয়ে যেতে গেলে জমির সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

দুর্ব্যবহারের অভিযোগে থানার আইসির বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নিখোঁজ বধুর সন্ধানে পুলিশী তদন্তের অগ্রগতি জানতে যাওয়া আদিবাসী যুবকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আই সি র বিরুদ্ধে, বাঁকুড়ার বারিকুল থানা ঘেরাও করে আছড়ে পড়ল আদিবাসীদের বিক্ষোভ । গৃহবধূ নিখোঁজের ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতি জানতে যাওয়া এক আদিবাসী যুবকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে থানা ঘেরাও করে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ল এলাকার আদিবাসী মানুষেরা। ঘটনা বাঁকুড়ার বারিকুল থানার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরী হয়। পরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ঘটনার জন্য পুলিশ আধিকারিকরা দুঃখ প্রকাশ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গেছে গত মার্চ মাসে বাঁকুড়ার বারিকুল থানার বালিজুড়িয়া গ্রামের এক গৃহবধূ দুই সন্তান সহ নিখোঁজ হয়ে যান। সে সময় পরিবারের তরফে বারিকুল থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। সেই ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি জানতে সম্প্রতি নিখোঁজ বধূর পরিবারের লোকজন বারিকুল থানায় গেলে বারিকুল থানার আইসি তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ও আদিবাসী সমাজ নিয়ে অশোভনীয় মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় আদিবাসী মানুষদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এদিন ভারত জাকাত মাঝি পরগণা মহল নামের আদিবাসীদের একটি সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে স্থানীয় রানীবাঁধ ও রাইপুর থানা এলাকা থেকে কয়েক হাজার আদিবাসী মিছিল করে বারিকুল থানায় যান। সেখানে থানা ঘেরাও করে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীরা থানার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরী হয়। এরপরই বারিকুল থানার আইসি বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসে পূর্বের ঘটনার জন্য দু:খপ্রকাশ করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

ঘুটিয়ারি থেকে গৌড়দহ স্টেশন যাওয়ার ৬ কিমি রাস্তা বেহাল, সংস্কারের দাবি

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা দীর্ঘদিন যাবত বেহাল। বর্ষার জমাজলে রাস্তা না পুকুর বোঝার উপায় নেই। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এলাকাবাসীদের দাবী প্রশাসন উদাস। ফলে রাস্তা সংস্কারের জন্য কারোর কোন হেলদোল নেই। অগত্যা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। উল্লেখ্য ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ঘুটিয়ারী ষ্টেশন থেকে গৌড়দহ ষ্টেশন পর্যন্ত ৬ কিমি রাস্তা। প্রতিদিনই এই রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষজন যাতায়াত করেন। এছাড়াও ঘুটিয়ারী শরীফ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে,রয়েছে ৬ টি মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সহ রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনের যাতায়াত করেন। এমনকি ঐতিহাসিক গাজী সাহেবের মাজার ও শ্রী শ্রী হরিচাঁদ গুরুদাঁচ মন্দিরে প্রতিদিনই হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। অনেক সময় গর্ভবতী মায়েদের কে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময়। বিভিন্ন ভাবে দরবার করেও রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা। এমত অবস্থায় এবার রাস্তা সংস্কারের দাবী নিয়ে আসরে নামলো ‘দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটি পশ্চিমবঙ্গ’। দ্রুত যাতে রাস্তা সংস্কার হয় তার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কমিটির পক্ষ থেকে ক্যানিং ১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও ক্যানিং মহকুমা শাসকের দফতরে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে ‘দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটি পশ্চিমবঙ্গ’ এর রাজ্য সম্পাদক হোসেন গাজী জানিয়েছেন, ‘সাধারণ মানুষের কষ্ট যাতে লাঘব হয় তারজন্য আমরা কমিটির তরফে রাস্তা সংস্কারের জন্য ক্যানিং ১ বিডিও ও ক্যানিং মহকুমা শাসকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। যদি রাস্তা সংস্কার না হয় তাহলে জনস্বার্থে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য থাকবো। ’

প্রতিবন্ধী স্কুলকে ই-রিক্সা জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষর

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়ার আনন্দ ভবন ডেফ এন্ড ব্লাইন্ড স্কুলে ৮০ জন আবাসিক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। এদের কেউ দৃষ্টিহীন আবার কেউ মূক-বধির।রাত বিরেতে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এতো দিন পর্যন্ত স্কুলের নিজস্ব কোন যানবাহন ছিল না। চরম অসুবিধার মধ্যে ঝড় জলের মধ্যে শিশুদের ট্রলি ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হতো। হাওড়া জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা বিষয়টি অবগত হয়ে হাওড়া জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে একটি ই রিক্সা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। তিনি জানান হাওড়া জেলার তিনটি সরকার পোষিত স্পেশাল স্কুল আছে।হাওড়া জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সব কটি স্কুলকেই ই-রিক্সা তুলে দেওয়া হবে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা, জেলা পরিষদের সদস্য অধিবাস বাগ,খলিশানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আসুরা বেগম, রাজাপুর থানার ওসি কৌশিক পাঁজা, উলুবেড়িয়া ২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ রুমা মন্ডল প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজয় দাস জানান এই ই রিক্সা পেয়ে আবাসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের অত্যন্ত জরুরি একটি প্রয়োজন মিটলো। তিনি জেলা পরিষদ কে এই উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

রায়দিঘির স্কুলে ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ অনুষ্ঠান

বাইজিদ মণ্ডল ● রায়দিঘি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘি থানার অন্তর্গত মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের কোম্পানির ঠেক বামাচরণ বিদ্যাপীঠ স্কুলে পালিত হল স্বয়ংসিদ্ধা অনুষ্ঠান। মূলত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রায়দীঘি থানার পুলিশ প্রশাসন ও আইসি দেবযী সিনহার তত্ত্বাবধানে। এদিন স্কুলে বেলা বারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটি চলে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এদিনের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল, স্বয়ংসিদ্ধা বলতে কম বয়সে বালিকাদের বিবাহ না দেওয়া এবং নারী পাচার রোধে তাদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া।

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সেখ আজাদের জীবনাবসান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনৈতিক জীবন শুরু বামফ্রন্টের শরীক দল ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্য দিয়ে। দলের দূর দিনেও পাশে থেকে দলের ঝান্ডা কাঁধে বহন করে চলেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। রাজনগর ব্লকের গুলালগাছি গ্রামে ৭২ বছর বয়সে শুক্রবার প্রয়াত হলেন ফরওয়ার্ড ব্লক দলের রাজনগর ব্লক সম্পাদক সেখ আজাদ। (ইন্না লিল্লাহি...)। গুলালগাছি গ্রামেই ব্লক ও জেলা স্তরের দলীয় নেতৃত্ব শুক্রবার প্রয়াত নেতার মরদেহে দলীয় পতাকা সহ পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রয়াত নেতাকে শুক্রবার বিকেলে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক দলের প্রতীকে নির্বাচিত প্রাক্তন বিধায়ক বিজয় বাগ্দী, ফরোয়ার্ড ব্লকের বীরভূম জেলা সম্পাদক দীপক চ্যাটার্জী, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য স্বপন মুখার্জি, জেলা কমিটির সদস্য রাজ কুমার দাস সহ অন্যান্য দলীয় নেতাকর্মীরা। পরিবার সূত্রে জানা যায় যে,ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনগর ব্লক-সম্পাদক সেখ আজাদ দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার তিনি প্রয়াত হন। প্রবীণ এই ফরওয়ার্ড ব্লক নেতার প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে আসে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। এদিনেই রাত্রে এশা নামাজ আদায়ের পর জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডেঙ্গু রোধে অভিযান নবাবপুরে

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: শনিবার সকাল সকাল ডেঙ্গু রোধে চাই পাঁচ অঙ্গীকারের ব্যানার নিয়ে প্রচার করল নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্যকর্মী সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী, সচিব ছাড়াও নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সিরাজুল হক মল্লিক। নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক জানান, ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সবই প্রকল্প চলছে এবং চলবে। পাশাপাশি আরো জানান বাড়ির আশেপাশেও বন জঙ্গলে জমা জল ডেঙ্গু প্রতিরোধ কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। তিনি আরো জানান জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্ক করা হয়েছে ডেঙ্গুর উপসর্গ দেখলেই সাথে সাথে সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

প্রাণে বাঁচলেন সাইকেল আরোহী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদহের মোথাবাড়ি থানা এলাকায় লরির চাকায় টোটো চালকের মৃত্যুর ঘটনার রেস কাটতে না কাটতেই মোথাবাড়ি চৌরঙ্গী মোড়ে একটুর জন্য প্রাণে বাঁচলেন এক সাইকেল আরোহী। ঘটনা টি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত মোথাবাড়ি চৌরঙ্গী মোড়ে। এদিন শনিবার দুপুর আনুমানিক একটা নাগাদ কালিয়াচক থেকে আসা অমৃতি গামী একটি লরি মোথাবাড়ি চৌরঙ্গী পার করার সময় এক সাইকেল আরোহীকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে এবং প্রাণ বাঁচাতে সাইকেল আরোহী সাইকেল ছেড়ে রাস্তার ধারে পড়ে যান। সাইকেল আরোহীর বাড়ি মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত কাহালা গ্রামে। তার নাম মহিবুর রহমান বয়স আনুমানিক (৫৫)। দুর্ঘটনায় লোকটির পায়ে চোট ছাড়া প্রাণে বেঁচে যান। লরিটিকে আটক করেছে মোথাবাড়ী থানার পুলিশ।

শিক্ষক সমিতির কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের সেরা কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অতনু নায়েক, রাজ্য কমিটির সদস্য অমিত ঘোষ, জেলা কনভেনার সুকান্ত ঘোষ, মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ দেবাশীষ চ্যাটার্জী, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মৃন্ময় ঘোষ, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, বন ও ভূমিকম্প কর্মাধ্যক্ষ মহঃ মহসিন, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সমীরণ মজুমদার, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ গীতা দাস, মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি কৌশিক মল্লিক সহ সংগঠনের শিক্ষকবৃন্দ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ আল মাসুদি
- নিবন্ধ: নবাব মুর্শিদকুলি খান: এক ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবন
- অণুগল্প: পরিবর্তন
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: ভাবো কবি, ভাবো

আপনজন ■ রবিবার ■ ২৮ জুলাই, ২০২৪

বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ

আল মাসুদি

হেরোডটাসের নাম সকলের জানা। তাকে বলা হয় ইতিহাসের জনক। তবে ইতিহাসে আরো একজন হেরোডটাস আছেন, তা কি জানা আছে? তার নাম হেরোডটাস না হলেও তার কাজ তাকে এনে দিয়েছিল ‘দ্য হেরোডটাস অব দ্য আরব’ খেতাব। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইতিহাস এবং ভূগোল নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করেছেন। তাকে ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। তার পুরো নাম আবু আল হাসান আলী ইবনে আল হুসাইন ইবনে আলী আল, মাসুদি যিনি সংক্ষেপে আল মাসুদি নামে পরিচিত। লিখেছেন সাইফুল ইসলাম।

হেরোডটাসের নাম সকলের জানা। তাকে বলা হয় ইতিহাসের জনক। তবে ইতিহাসে আরো একজন হেরোডটাস আছেন, তা কি জানা আছে? তার নাম হেরোডটাস না হলেও তার কাজ তাকে এনে দিয়েছিল ‘দ্য হেরোডটাস অব দ্য আরব’ খেতাব। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইতিহাস এবং ভূগোল নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করেছেন। তাকে ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। তার পুরো নাম আবু আল হাসান আলী ইবনে আল হুসাইন ইবনে আলী আল, মাসুদি যিনি সংক্ষেপে আল মাসুদি নামে পরিচিত।

আল মাসুদি খুব সম্ভবত ৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব, পরিবার ও শিক্ষা- এসব বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যই পাওয়া যায় না। তবে তার ভ্রমণবিলাসিতার কথা প্রায় সকল ইতিহাসবিদই লিখে গেছেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই আল মাসুদি তার যাযাবর জীবনের শুরু করেন এবং মৃত্যুর কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তার এই ভ্রমণ অব্যাহত থাকে। পারস্য, শাম (বর্তমান সিরিয়া), আর্মেনিয়া, আজারবাইজান হয়ে কাস্পিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে ভোলগা অঞ্চল, মধ্য এশিয়া, ভারত, কানবালু বা বর্তমান মাদাগাস্কার, ওমান, দক্ষিণ আরব, গ্রীক সাম্রাজ্য ও স্পেনে ঘুরে মিশরে গিয়ে শেষ হয় তার এই দীর্ঘ ভ্রমণ। অনেক ইতিহাসবিদ তার ভ্রমণের তালিকায় চীন ও শ্রীলংকাও যোগ করেন। কেননা তার ইতিহাস বিষয়ক লেখায় চীন ও শ্রীলংকা সম্বন্ধে ব্যাপক পরিমাণে তথ্য ছিল।

আল মাসুদি কেবল একজন অসামান্য ভূগোলবিদই ছিলেন না, ছিলেন একজন চমৎকার লেখকও। আর তার লেখার আগ্রহও ছিল ভীষণ বৈচিত্র্যময়। বিশেষত বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক লেখায় তিনি একজন পথিকৃৎ হয়ে আছেন। তার সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখা ‘কিতাব আল মুরাজ আল ধাহাব’, যার ইংরেজি অনুবাদ ‘গোল্ডেন মিডোজ’ই একমাত্র অক্ষত অবস্থায় বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বইটি ছাড়া আল মাসুদির অধিকাংশ লেখাই হারিয়ে গেছে। ভূগোল আর ইতিহাসের বাইরেও তার জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল সৃষ্টিতত্ত্ব, আবহাওয়াবিদ্যা, সমুদ্রবিজ্ঞান, জোতির্বিজ্ঞান, ইসলামিক শরিয়াহ আর আরব লোকজ সংস্কৃতি দিয়ে।

ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, তার জন্মের দেড়শ’ বছর পূর্বে ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হওয়া তালাসের যুদ্ধ আল মাসুদি তথা তৎকালীন আরো অনেক পণ্ডিতের জ্ঞানচর্চার পেছনে ভূমিকা রেখেছিল। সে যুদ্ধে মুসলিমরা চীনা কাগজ প্রস্তুতকারীদের বন্দী করে আরবে নিয়ে এসেছিল এবং কাগজ তৈরির পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল। ফলে আরবে কাগজের প্রচলন শুরু হয় এবং কাগজে ছাপা বইয়ের দাম অনেক কমে যায়। বিশেষ করে বাগদাদে গড়ে ওঠে অসংখ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। আর বইয়ের এমন সহজলভ্যতাই সে সময়ের মুসলিম পণ্ডিতদের জ্ঞানচর্চার পথ সুগম করে।

আল মাসুদির শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু জানা না গেলেও এটুকু জানা যায় যে তার জ্ঞানের প্রধান উৎস ছিল গ্রীক এবং রোমান ইতিহাস ও বিজ্ঞান এবং তার ভ্রমণ। তিনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অনেক

কুসংস্কার থেকে নিজেকে সফলভাবে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। প্রচলিত তথ্যের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন না করে তিনি ভ্রমণের মাধ্যমে প্রামাণিক ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন। তখন মুসলিমদের জন্য স্বর্ণযুগ হলেও খ্রিস্টানদের জন্য ছিল ‘ডার্ক এইজ’ বা অন্ধকার যুগ। প্রভাবশালী চার্চই তখন খ্রিস্টানদের বিজ্ঞানচর্চা নিয়ন্ত্রণ করতো।

মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানচর্চা ছিল সম্পূর্ণরূপে চার্চ কেন্দ্রিক। তাদের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী একটি বিশাল সমতল প্লেটের মতো যা চারদিক থেকেই জলবেষ্টিত। কিন্তু আল মাসুদি এই ধারণা উড়িয়ে দেন। তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা পৃথিবী যে গোলাকার সে বিষয়ে নিশ্চিত হন। তার মতে পৃথিবী সমতল হলে ভূপৃষ্ঠ সর্বদা জলনিমগ্ন থাকতো। কিন্তু পৃথিবী গোলাকার বলেই সমুদ্রে জাহাজ ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়।

আল মাসুদি পৃথিবীর সমুদ্র এবং মহাদেশগুলোর সীমানা নির্ধারণের প্রয়াস চালান। এক্ষেত্রে তিনি গ্রীক প্রথা অনুযায়ী জাপানকে পূর্ব সীমানা এবং পশ্চিমের সীমানা হিসেবে একটি দ্বীপপুঞ্জকে নির্ধারণ করেন। সমুদ্রের ব্যাপারে আল মাসুদির ধারণা কিছুটা প্রাচীন ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, পুরো পৃথিবীকে চক্রাকারে ঘিরে আছে একটি মহাসমুদ্র, যা অন্যান্য সকল সাগরের সাথে যুক্ত। তার মতে, আরব সাগর ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম সাগর। তবে আরব ও চীনের মধ্যবর্তী পারস্য সাগর সহ মোট সাতটি সাগরের সীমানা ও দিক নির্ণয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন আল মাসুদি, যা তৎকালীন আরব ব্যবসায়ীদের ভীষণ কাজে দেয়।

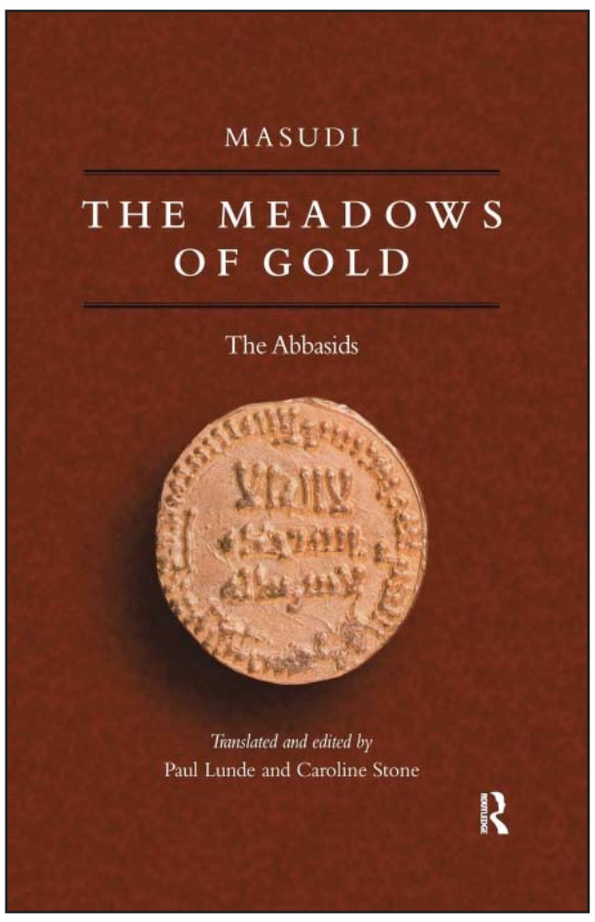

তখনকার ভূগোলবিদদের জন্য একটি বড় সমস্যার নাম ছিল কাস্পিয়ান সাগর। এই কাস্পিয়ান সাগর উত্তর দিকের কোনো সাগরের সাথে যুক্ত নাকি কৃষ্ণ সাগরের সাথে যুক্ত, এ ব্যাপারে তারা দ্বিধান্বিত ছিলেন। ‘দ্য অক্সাস’ বা আমু নদী নিয়েও ছিল সংশয়। এ দু’টি সমস্যার সমাধান করেন আল মাসুদি। তিনি তার পর্যবেক্ষণ থেকে বলেন, কাস্পিয়ান সাগর কোনোটির সাথেই যুক্ত নয়। অন্যদিকে আমু নদীরও কাস্পিয়ান বা কৃষ্ণ সাগরের সাথে কোনো সংযোগ নেই। বরং আমু পতিত হয়েছে আরাল সাগরে। তিনি বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ভোলগাকে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করতেন এবং ভোলগাকে একটি ব্যস্ত ‘ব্যবসায়িক মহাসড়ক’ বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর পরস্পর সংযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন মাসুদি।

“পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নেই যা সর্বদা জলনিমগ্ন থাকে, এমন কোনো স্থান নেই সর্বদা ভূমি থাকে। বরং একটি ধ্রুব আবর্তন চক্রাকারে চলতে থাকে যা সদা গতি পরিবর্তনশীল নদীসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভূপৃষ্ঠেরও রয়েছে যৌবন এবং বার্ধক্য, যেমনটি রয়েছে উদ্ভিদ ও জীবের। তবে জীবের বৃদ্ধি একসাথে ঘটতে থাকলেও ভূপৃষ্ঠের যৌবন/বার্ধক্য চক্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চলতে থাকে।”-আল মাসুদি

একাধিকবার সমুদ্রযাত্রা করা আল মাসুদি সমুদ্রে নাবিকদের প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সমুদ্রের দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং নিরাপদ রুট মানচিত্রে সংযোজন করেন। তিনি নীল নদের প্রকৃত উৎস সম্পর্কিত সমস্যা নিয়েও কাজ করেন। “সিন্ধু উপত্যকার সাথে নীলনদের সংযোগ রয়েছে”-এ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব অস্বীকার করেন মাসুদি। তিনি বরং নীল নদের উৎস হিসেবে আবিসিনিয়া উপত্যকার কথা বলেন। অন্যদিকে আল মাসুদি তার সময়ের একজন বিখ্যাত আবহাওয়াবিদও ছিলেন। তিনি ‘হারকেন্দ’ বা বর্তমান বঙ্গোপসাগরে মৌসুমি বায়ুর গমন বিষয়ক বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন।

আল মাসুদি পরিবেশ সম্পর্কে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি প্রাণ প্রকৃতির সাথে প্রাত্যহিক মানবজীবনের সংযোগ ঘটাবার চেষ্টা করেন। নিজের চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেন- “প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনধারা তিনটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত করে। পানি, উদ্ভিদ এবং ভূসংস্থান।” এ ব্যাপারে তিনি যুক্তি দেখান যে, কোনো অঞ্চলে পানির পরিমাণ বেশি হলে সেখানে আর্দ্রতা বেশি হয় যা সেখানকার মানুষের মেজাজ হালকা রাখে। অন্যদিকে শুষ্ক অঞ্চলের মানুষ কিছুটা খিটখিটে হয়। আবার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের মানুষ কিছুটা হিংস্র প্রকৃতির হতে পারে!

পক্ষান্তরে, মরুভূমির মানুষ বিপরীত প্রকৃতির। তবে মাসুদির মতে, মানুষের বাসস্থান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় নির্ণায়ক হওয়া উচিত- পর্বতের নৈকট্য, সাগর বা নদীর উপস্থিতি এবং পর্যাপ্ত উদ্ভিদ।

আরবের যাযাবর বেদুইনদের জীবন সম্পর্কে আল মাসুদির রয়েছে বিচিত্র পর্যবেক্ষণ। তার মতে, শহুরে জীবনের তুলনায় এই যাযাবর জীবনই শ্রেয়। কেননা শহর মানুষের ঘুরে বেড়ানো এবং মুক্ত পরিবেশে বসবাসের ইচ্ছাকে দমন করে ফেলে। আরবরা মুক্তভাবে বসবাস করে বলেই তারা শারীরিকভাবে বলবান হয়! তিনি মানুষের আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের উপর আঞ্চলিক প্রভাব চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন। তিনি তার পর্যবেক্ষণ থেকে বলেন, উত্তরাঞ্চলে যেখানে সূর্যের তাপমাত্রা কম এবং শীতের আধিক্য বেশি, সেখানকার মানুষজন বদমেজাজি, ঝগড়াটে, ধীর বুদ্ধির, মোটা চামড়া বিশিষ্ট, অধিক মাংসপেশিবহুল, নীল চোখ এবং কোঁকড়ানো লাল চুল বিশিষ্ট হয়। আরো উত্তরে বরফে বসবাসকারী মানুষেরা নিষ্প্রভ এবং বর্বর স্বভাবের হয়। তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। তা হচ্ছে, এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে বসবাস করলে তার মধ্যে নতুন জাতিসত্ত্বার বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। তিনি তুর্কি থেকে ভারতে গিয়ে বসবাস করা মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করে এ ধারণাটি দেন।

আল মাসুদি দাবি করেছিলেন, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জনৈক সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ এর একজন বংশধর। তবে তার এই দাবিতে সমসাময়িক অনেক উচ্চবংশীয় মুসলিম তার উপর ক্ষিপ্ত হন। কেননা আল মাসুদি ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। আর এজন্যই তার ‘কিতাব আল মুরাজ আল ধাহাভ’ এর মতো অসাধারণ কাজও মুসলিমদের মধ্যে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি।

১৮৬১ সালে এর ইংরেজি অনুবাদ ‘মিডোজ অব গোল্ড’ প্রকাশের পর এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে যে তার অধিকাংশ তথ্যবহুল মূল্যবান কাজই হারিয়ে গেছে।

ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, আল মাসুদির শিয়া ও মুতাজিলি ভাবধারার জীবন ধারণের জন্যই আরবরা তার কাজগুলো গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষণ করেনি।

আগেই বলা হয়েছে, উনিশ বছর বয়সে আল মাসুদি যে ভ্রমণ শুরু করেন, তা শেষ করেন তার মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে। নিজের শেষ গন্তব্য মিশরেই তিনি জীবনের শেষভাগ কাটান। সম্ভবত ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মিশরের ফুসতাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই গুণী পণ্ডিত।

নবাব মুর্শিদকুলি খান: এক ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবন

ফৈয়াজ আহমেদ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক কলহে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। তার মৃত্যু পরে বাংলাসহ বহু অঞ্চলের রাজনৈতিক দৃশ্যে বড় পরিবর্তন দেখা যায়। সেই পরিবর্তনের অংশ হিসেবে সুবাহ বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ‘নওয়াবি’ শাসন। মূলত সুবাহর শাসকদের সুবেদার বা ‘নাজিম’ বলেই ডাকা হতো। নাজিম শব্দ থেকে এসেছে ‘নবাব’ শব্দটি। মুঘল সম্রাটদের অনুমোদিত এই নবাবরা স্বাধীনভাবে সুবার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বাংলার বুকে নওয়াবি শাসনামলের গোড়াপত্তন করেন যিনি, তিনি ছিলেন মুর্শিদকুলি খান। ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব হিসেবে দায়িত্ব নেন। প্রাদেশিক দেওয়ান, বাংলা এবং উড়িষ্যার নাজিম, জেলা ফৌজদারসহ বহু পদে দায়িত্ব পালন করা মুর্শিদকুলি খানের হাত ধরে বাংলার ইতিহাসে রচিত হলো এক নতুন অধ্যায়। এই মুর্শিদকুলি খানের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ঘটনাবহুল এবং বৈচিত্র্যময় ছিল। মুর্শিদকুলি খানের জন্ম নিয়ে বেশ কয়েকটি মতামত প্রচলিত রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত মতগুলোর একটি হচ্ছে, আনুমানিক ১৬৬০ সালে তিনি দাক্ষিণাত্য মালভূমির এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে তার নাম ছিল সূর্য নারায়ণ মিশ্র। তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। মাত্র দশ বছর বয়সে সূর্য নারায়ণকে শায়েস্তা খানের একজন দেওয়ান ক্রয় করে নিয়ে যান। হাজি শফি ইস্পাহানি নামক সেই দেওয়ান তাকে ধর্মান্তরিত করে নাম রাখেন মোহাম্মদ হাদি। হাজি শফি মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে ‘দেওয়ান-ই-তান’ হিসেবে বাংলা এবং দাক্ষিণাত্যে দায়িত্বরত ছিলেন। দেওয়ানের কাছে পুত্রস্নেহে বড় হতে থাকেন শিশু হাদি। তার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন হাজি শফি। উন্নত শিক্ষার জন্য তাকে সুদূর পারস্যে পাঠানো হয়। অভিভাবক হাজি শফির মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পারস্যে অবস্থান করেন। এরপর ১৬৯৬ সালে তিনি ফিরে আসেন ভারতবর্ষে। এখানে তিনি বেরার প্রদেশের দেওয়ানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। রাজস্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী মোহাম্মদ হাদি অল্প সময়ের মধ্যে মুঘল রাজপরিবারের নজর কাড়তে সক্ষম হন। তার বিচক্ষণতা, সততা এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে তার জন্মস্থল দাক্ষিণাত্যের (হায়দ্রাবাদ) দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেন। তার রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞানের জন্য নতুন উপাধি দেন ‘করতলব খান’।

সেই সময়ে বাংলা সুবার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ নাজুক ছিল। সেখানে রাজস্ব আদায়ের হার ছিল খুব কম। কিন্তু তখন মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সেজন্য বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করে করতলব খানকে বাংলায় পাঠান আওরঙ্গজেব। তিনি বাংলার দেওয়ান হয়ে ঢাকায় (তৎকালীন জাহাঙ্গীরনগর) পৌঁছেন। তখন বাংলার নাজিম ছিলেন সম্রাটের নাতি আজিম-উস-শান। বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন তিনি। তার দেহরক্ষীর সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। করতলব খান খরচ কমাতে তার সাত হাজার দেহরক্ষীকে কর্মচ্যুত করেন। এই ঘটনায় নাজিম ক্রোধান্বিত হয়ে যান। তার নির্দেশে দেহরক্ষীরা পথিমধ্যে করতলব খানকে অপদস্থ করেন। তিনি বুঝতে পারলেন ঢাকায় অবস্থান করা তার জন্য নিরাপদ নয়। তিনি সম্রাটকে তার অবস্থার কথা জানান। আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ বাংলার রাজস্ব বিভাগ ঢাকা থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী মকসুদাবাদে (মখসুদাবাদ) স্থানান্তর করেন। নাজিমকেও পাটনায় পাঠিয়ে বাংলাকে নায়েবের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আজিম-উস-শানের বদলির পর করতলব খান স্বাধীনভাবে বাংলার রাজস্ব সংস্কারের কাজে হাত দেন। তার অভিজ্ঞতার স্পর্শে বাংলার রাজস্ব আদায় হার রাতারাতি বেড়ে যায়। ১৭০৩ সালে তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট তার

অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘মুর্শিদকুলি খান’ উপাধি দেন।

নতুন এই উপাধির সঙ্গে আসলো নতুন খ্যাতি, যশ এবং ক্ষমতা। ১৭০৪ সালে তার সঙ্গে ইউরোপীয় বণিক, অন্যান্য রাজ্যের ফৌজদারগণ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে থাকলে সম্রাট আওরঙ্গজেব মকসুদাবাদের নাম বদলে মুর্শিদাবাদ রাখার অনুমতি দেন। মুর্শিদাবাদের টাকশালে মুদ্রিত টাকার লেখা বিবেচনা করে ইতিহাসবিদগণ এই নামকরণের সময়কাল ১৭০৪ সাল বলে অনুমান করেছেন। একইসঙ্গে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকার বদলে মুর্শিদাবাদে স্থাপন করা হয়।

মুর্শিদকুলি খান মুঘল সম্রাটের মন জয় করেছিলেন রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল বিপ্লব ঘটিয়ে। মুর্শিদকুলি খান যখন বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন, তখন কোষাগারে নগদ টাকার ঘাটতি ছিল। এর কারণে বাজারেও নিত্যদিনের দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দেশি-বিদেশি বণিকরা এখানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। তাছাড়া রাজকর্মচারী এবং শাহাজাদা আজিম-উস-শানের বেপরোয়া খরচে করের টাকা খরচ হয়ে যেত। এমন যখন অবস্থা, তখন মুর্শিদকুলি খান বাংলার হাল ধরেন। তিনি কর্মচারীদের জায়গীরগুলোকে সরকারি খাস জমির আওতাভুক্ত করেন এবং তাদেরকে উড়িষ্যায় জায়গীর দেওয়া হয়। তিনি বাংলার ভূমি জরিপ পরিচালনা করেন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা প্রথার প্রচলন করেন। বাংলায় বার্ষিক শস্য উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ কর হিসেবে নির্ধারিত ছিল। বিশেষ করে, বাংলার জমিদারগণ এই নির্ধারিত কর ফাঁকি দিতেন। ইজারাদার নিয়োগ দেওয়ার পর কর আদায় বাড়তে থাকে। কর নির্ধারণ করে দেওয়ার কারণে অতিরিক্ত কর আদায় করতে পারতেন না ইজারাদারও। বেশকিছু ভূমি জরিপ এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম দেখা গিয়েছিল। তবে সামগ্রিকভাবে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে।

মুদ্রা ঘাটতি প্রতিরোধে তিনি ১৭০৪ সালের দিকে একটি টাকশাল স্থাপন করেন। প্রাথমিক কিছু জটিলতা শেষে ১৭০৫ সালের পর থেকে মুদ্রা ঘাটতি কমতে থাকে। মুদ্রা ঘাটতি পূরণ হয়ে আরো দেড় কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। বাংলা থেকে বার্ষিক এক কোটি তিন লাখ টাকার রাজস্ব পাঠানো হতো মুঘল রাজধানীতে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলি খানের একটি অদ্ভুত নিয়ম ছিল। তিনি হিন্দু কর্মচারী ছাড়া আর কাউকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন না। এর পেছনে কারণ ছিল, তিনি মনে করতেন যে, হিন্দুগণ শাসকদের প্রতি অনুগত থাকেন এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দুদের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করার প্রবণতা কম। বাংলাতে তখন মুসলিম জমিদারদের মধ্যে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি ছিল। তার এই বিশ্বাস থেকে বাংলায় হিন্দু ইজারাদার নিয়োগ করা হয়। এই নীতির ফলে এখানে হিন্দু জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়।

মুর্শিদকুলি খানের সফলতায় একজন মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি হচ্ছেন শাহাজাদা আজিম-উস-শান। ১৭০৭ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন পুত্র বাহাদুর শাহ। এ সময় মুর্শিদকুলি খানের বিরুদ্ধে পুরানো শত্রুতা নতুন করে জাগিয়ে তোলেন আজিম-উস-শান। তার ষড়যন্ত্রে দ্রুত বদলি হয়ে গেলেন মুর্শিদকুলি। এবারের গন্তব্য উড়িষ্যা। সেখানে থিতু হওয়ার আগেই ১৭১০ সালে তাকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ানি দিয়ে বদলি করে দেওয়া হয়। তবে তিনি ১৭১২ সালে পুনরায় বাংলায় ফিরে আসেন। তার পদমর্যাদা এবং প্রভাব তাতে একটুও কমে যায়নি। তাকে তিন হাজারি মনসব প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মনসবের সংখ্যা দিয়ে তখন কারও প্রতিপত্তি এবং সম্মান নির্ধারণ হতো। সেবছরই মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়। এবার শুরু হয় সিংহাসন নিয়ে শাহাজাদাদের মধ্যে লড়াই। ক্ষমতা দখলের এই কোন্দলে রক্তক্ষয়ী সংঘাত ঘটে। সংঘাতে শাহাজাদা আজিম-উস-শান নিহত হন। মুঘল সিংহাসনে আসীন হন তার ভাই জাহান্দার শাহ।

কিন্তু এক বছরের মাথায় জাহান্দার শাহের মৃত্যুর পর ফারুখশিয়ার মুঘল সিংহাসনে আসীন হন। নতুন সম্রাটের অধীনে বাংলার নাজিম (সুবেদার) নিযুক্ত হন তার নাবালক পুত্র ফরকুন্দাশিয়ার। ১৭১৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করলে নাজিম হিসেবে বাংলায় আসেন মীর জুমলা। মুর্শিদকুলি খান তখন মীর জুমলার নায়েব হিসেবে নিযুক্ত হন। মীর জুমলার পর ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার নাজিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে মির্জা মুহম্মদের ‘ইবাদতনামা’ গ্রন্থ অনুসারে তিনি ১৭১৬ সালে নবাব হন। এখান থেকেই শুরু হয় বাংলার স্বাধীন নওয়াবি শাসন। আর তিনি হয়ে গেলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। নবাব মুর্শিদকুলি খানকে ‘জাফর খান’, ‘মুতামিম-উল-মুলক আলা-উদ-দৌলা জাফর খান নাসিরী নাসির জঙ্গ বাহাদুরসহ বহু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

নবাবকে সাত হাজারি মনসব প্রদান করা হয়।

নবাব মুর্শিদকুলি খান রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদকে ঢেলে সাজান। তার দেওয়ানি আমল থেকে তিনি এর সংস্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যালয় স্থাপন করেন। দুঘারিয়া অঞ্চলে তিনি একটি প্রাসাদ এবং একটি দেওয়ানখানা (রাজস্ব আদায় কার্যালয়) নির্মাণ করেন। বিদেশি পর্যটক এবং বণিকদের জন্য তিনি একটি সরাইখানা এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৭২০ সালে তিনি এখানে টাকশাল নির্মাণ করেন। নগরীর পূর্বাংশে তিনি নির্মাণ করে সুদর্শনীয় কাটরা মসজিদ। তিনি প্রাক্তন রাজধানী ঢাকাতেও বহু ইমারত নির্মাণ করেন। বর্তমান ঢাকার বেগম বাজারের করতলব খানের পাঁচ গম্বুজ মসজিদ তার আমলে নির্মিত হয়েছিল।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

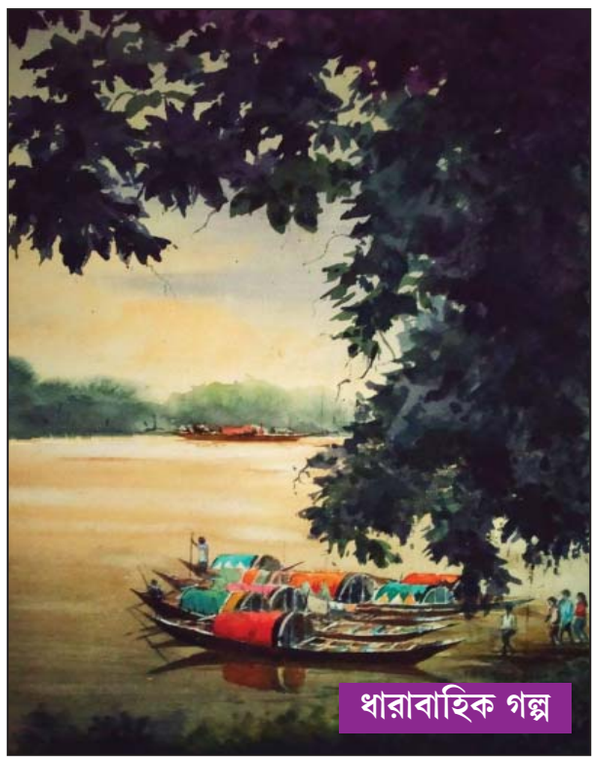

‘যাক সেসব কথা। আগে বলো জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়েছে কী না?’
‘অবশ্যই পছন্দ হয়েছে। তোমার পছন্দ মানেইতো আমার পছন্দ।’
‘দেখ এই পছন্দ যেন চিরদিন থাকে।’
রায়হান সুবোধ বালকের মতো বলল, ‘থাকবে রূপা, অবশ্যই থাকবে।’
রূপা বলল, ‘তুমি কাগজপত্রগুলো বুঝে নাও। শহরে ব্যবসা করতে গেলে নানান ঝামেলা পোহাতে হয়। এখানে সব লেখা আছে। এই অনুপাতে খরচ করবে।’ রায়হানের হাতে একটা কাগজভর্তি খাম ধরিয়ে দেয়। ‘চলো তোমাকে পৌঁছে দিই।’ বলল রূপা।
‘না আর পৌঁছে দিতে হবে না। আমি রিক্সা নিয়ে চলে যেতে পারবো।’ বলল রায়হান।
রূপা বলল, ‘আমার চোখের দিকে তাকাও।’ রায়হান শান্ত ছেলের মত তাকায় রূপার চোখের দিকে।
‘এবার বলো রিক্সায় যাবে, না আমার গাড়িতে?’
আর কথা বাড়ায় না রায়হান। বলল, ‘চলো।’

চৌদ্দ

রূপা বাড়িতে যেয়ে নিজের ঘরে যাবার জন্য উদ্যত হয়। মায়ের ডাকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। তার মা ব্যালকনিতে রাখা ইজি চেয়ারে বসে চা পান করছিল। সামনের ছোট্ট টেবিলটাতে আজকের জাতীয় পত্রিকার কয়েকটি পাতা এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিটানো। মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না রূপার। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে বলল, ‘বলো কী বলবে?’
‘এদিকে আয়তো মা। তোর সাথে আমার কিছু পারসোনাল কথা আছে। একটু কী সময় হবে?’
‘হবে। কারণ তোমাদের মতো আমাকে এখনো টাকা নেশায় বুদ করে রাখেনি। ঢের সময় আছে আমার কাছে। আর পারসোনালের কথা বলছো? এটাতো সাধারণ ব্যাপার। তোমার সাথে সব সময়ই পারসোনাল কথা-ই হয়। বাজে কথা বলা বা শোনার মতো সময় কই তোমার হাতে?’ মায়ের দিকে এগিয়ে যায় রূপা।
‘আচ্ছা রূপা, তুই কী আমাকে আঘাত দিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারিস না?’
‘আঘাত! আঘাত কী তা কী তুমি জানো মা?’
‘কী বলতে চাস তুই?’
‘কিচ্ছু না। তোমার কী দরকারী, আই মিন পারসোনাল কথাটা কী তাই বলো?’
‘এখন নয়। বাইরে থেকে এলি এইমাত্র। আগে ফ্রেস হয়ে নে, তারপর বলছি।’
‘কিন্তু সে সময় পর্যন্ত কী তোমাকে বাড়িতে থাকতে হবে?’
‘হ্যাঁ হবে। আজকে আর কোথাও যাবে না। একনাগাড় ক’দিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।’
‘তুমিও ক্লান্ত হও মা?’
‘কেন, আমি কী মানুষ না?’
‘হ্যাঁ তুমি মানুষ। তবে রক্ত মাংসের মত নয়। তুমিতো ইঞ্জিনের মতো। নইলে এমনভাবে মানব জীবন চলতে পারে!’ রূপার প্রতিটা কথায় মনে হয় এতদিনের জমানো ক্ষোভ দুঃখ প্রকাশ করছে এখন।
চিকুন ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে খুলে সামনে টেবিলের ওপর রেখে রূপার মা বলল, ‘ইঞ্জিনের মতো চলছি বলেই আজ পায়ে পায়ে এতদূর এসে পৌঁছাতে পেরেছি। নইলে কোনদিন সম্ভব হতো না। আমরা আর কয়দিন? আমাদের সব কষ্ট- সব পরিশ্রমতো তোর জন্যই।’
‘কিন্তু আমি এ চাইনি মা। চেয়েছি একটু স্নেহ, ভালবাসা। তোমার এই ধন সম্পদ কী আমাকে দিতে পারবে হারানো দিনগুলি ফিরিয়ে? পারবে না। তবে কেন এত পরিশ্রম?’
‘তোকে তো মানতেই হবে, পরিশ্রমই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।’
‘মা ভাগ্য-ই যদি না থাকলো তাহলে সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যই বা কী? সবইতো সমান।’
মেয়ের সাথে কথায় পারে না রিজিয়া বেগম। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, ‘রূপা তুই ইদানীং খুব বাঁকা বাঁকা কথা শিখেছিস। ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে সেটাও কী ভুলে গেছিস?’
‘ভদ্রতা! হা হা হা।’ হেসে ওঠে রূপা। ‘ভদ্রতা আমি কার কাছ থেকে শিখবো মা? তুমি কী আমাকে কখনো ভদ্রতা শিখিয়েছো? তুমিতো আমাকে চিনিয়েছো টাকা, আভিজাত্য আর বিলাসিতা। তাইনা মা?’
‘তোর কথার ধরণ অনেক বদলে গেছে। তোর এই কুঅভ্যাসটা পাল্টা। নয়তো...’
‘নয়তো কী মা?’
‘নয়তো তোর সাথে আমার কথা বলার কোন মানে হয় না।’
‘ও তাই বলো। আমিতো ভেবেছিলাম অন্য কী। তা মা, এই এক সপ্তাহের মধ্যে ক’মিনিট কথা বলেছো আমার সাথে? একটু হিসাব করে বলোতো?’
‘আমি ঘড়ি দেখে- হিসাব করে কথা বলিনি যে কয় মিনিট কথা বলেছি সেটা জানতে হবে।’
‘হ্যাঁ মা, এসব বিষয় হিসাব করার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, এই বিষয়টা হিসেব করলে অন্তত তোমার টাকাতো বাড়বে না।’
‘রূপা!’ উত্তেজিত হয়ে ওঠে রিজিয়া বেগম। ‘তোর স্পর্ধা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে চললে তোর ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকার।’
‘কেন মা, তোমাদের অঢেল ধন-সম্পদ দিয়ে আমার সে অন্ধকার ভবিষ্যৎ আলোকিত করবো।’
মা-মেয়ের কথার ভেতরে এসে উপস্থিত হয় হাসেম আলী। বলল, ‘কী ব্যাপার, মা-মেয়েতে বসে এতক্ষণ কী আলোচনা হচ্ছে? মুখে কিছু দিতে হবে না? ওদিকে যে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।’
‘গল্প বৈকি কাকা। তবে এটা জীবনের গল্প।’
‘মাঝে মাঝে তুমি কীসব কথা বলোনা মা, তার আগা মাথা আমি কিছুই বুঝি না। যাগকে, আমার ওসব বুঝে কাজ নেই। এখন খাবার টেবিলে আসো। দুটো মুখে দিয়ে যতক্ষণ পারো সেই কী গল্প বললে তাই করো।’
রূপা বলল, ‘যাও কাকা আমরা আসছি। মা উত্তেজিত হয়ে তোমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছি। ক্ষমা চাচ্ছি তার জন্যে। এখন চলো আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে।’
‘আমার খেতে ইচ্ছে করছে না, তুই যা।’
মা রেগে আছে বলে মনে হয়। বলল, ‘মা আমিতো সরি বলেছি। প্লিজ চলো।’
হাজার হলে মেয়ে; সন্তানের ওপর কোন মা-ই বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। রূপার সাথে খাবার টেবিলে যায় তার মা।
আজ খাবার টেবিলে রিজিয়া বেগম নিজ হাতে মেয়ের থালায় ভাত-তরকারী তুলে দেয়। আনন্দে রূপার চোখে পানি চলে আসে। তার মা এমন করে বহুদিন তার থালায় ভাত তুলে দেয়নি; একসাথে খাওয়াতো দূরের কথা। আজ আনন্দে খেতে ইচ্ছে করে না রূপার। ভাতের থালায় হাত দিয়ে বসে থাকে নিশ্চুপ। ব্যাপারটা খেয়াল করে রিজিয়া বেগম। মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘কী হয়েছে, খাচ্ছিস না কেন?’
‘আমার খেতে ইচ্ছে করছে না মা।’
‘কেন?’
‘আনন্দে।’
‘আনন্দে! কিসের আনন্দ?’ প্রশ্ন রিজিয়া বেগমের।
‘এই যে তুমি আজ নিজ হাতে আমাকে ভাত তুলে দিলে তার জন্যে।’
‘রিজিয়া বেগমের মাতৃ মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, ‘খেয়ে নে মা।’
রাত বারোটা। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আজ মেয়েকে কাছে নিয়ে ঘুমাতে বড় বেশি ইচ্ছে করে রিজিয়া বেগমের। বিছানা থেকে উঠে যায় মেয়ের ঘরে। রূপা ঘুমিয়ে আছে ভেবে বিছানার পাশে যেয়ে দাঁড়ায়। মেয়ের প্রতি সে খুব অবিচার করেছে, আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। মনে মনে বলে, ‘আমি যে অর্থ কষ্টে বড় হয়েছি মা, আমি চাইনি তোকে সেই কষ্টের মধ্যে রাখতে। শুধু তোর জন্যে, হ্যাঁ শুধু তোর জন্যেই আমার এত পরিশ্রম। আমি তোকে ভালবাসি, প্রচণ্ড ভালবাসি।’
মেয়ের মাথায় হাত রাখতে যেয়েও আবার গুটিয়ে নেয়। নিজের অজান্তে ক’ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। তার দু’ফোটা পড়ে রূপার মুখের ওপর, যা টের পায় না রিজিয়া বেগম। বিছানার পাশে জড়ো হয়ে থাকা কাঁথাটা টেনে মেয়ের গায়ের ওপর টেনে দেয়।
রূপা ঘুমায়নি। সে জেগে আছে। সে বুঝতে পারে তার মা তাকে সত্যি ভালবাসে। মনে মনে ভাবে, ‘মা কাঁদছে, কাঁদুক না। যতক্ষণ খুশি কাঁদুক।’ ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে মাকে জড়িয়ে ধরে সেও চোখের জল ফেলবে একসাথে। ইচ্ছে করে মাকে বলতে, ‘মা আমি তোমাকেও ভালবাসি- প্রচণ্ড ভালোবাসি।’ যেভাবে ঘুমের ভান করে ছিল সেভাবেই থাকে। রিজিয়া বেগম চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় নিজের ঘরে।
মাঝে কিছুদিন ঢিলে পড়লেও এখন আবার পড়াশুনার দিকে মন দেবার মানসিক প্রস্তুতি নেয় রূপা। ক’দিন পরেই তার এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষা। বরাবরের মতো এই পরীক্ষায়ও ভালো রেজাল্ট করতে হবে বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে।

পনেরো

রায়হান দোকান ডেকোরেশনের কাজে ব্যস্ত। ইদানীং রূপার সাথে তার দেখা হচ্ছে না বললেই চলে। দীর্ঘ এক মাস একনাগাড়ে কাজ করার পর আজ দুপুর বারটায় দোকানের কাজ শেষ হয়। রায়হান মিস্ত্রিদের পাওনা পরিশোধ করে দোকানঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। রূপা ক্লাস শেষে বাড়িতে না যেয়ে রায়হানের ওখানে যায়। সে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কী দোকানদার সাহেব, কাজ তাহলে শেষ?’
রায়হান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কী ম্যাডাম আজ না আসলে হতো না?’ তার কথায় অভিমানের সুর।
‘কেন?’ কপালে ভাঁজ এঁকে বলল রূপা।
‘না তেমন কোন কারণ নেই। এই কয়দিন আপনার কোন খোঁজ খবর পাইনিতো। ভাবলাম আপনি হয়তো আমাকে ভুলেই গেছেন।’
‘না জনাব ভুলিনি। আমি জানতাম আজ আপনার দোকানের কাজ শেষ হবে তাইতো আসলাম। আর এত দিন কেন আসিনি? আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তায় আমার পরীক্ষা শুরু। পড়াশোনার অনেক চাপ। আগে পড়া তার পরে প্রেম। আমাকে পড়াবে নাকি তুমি?’
‘না ম্যাডাম আমি প্রেমিক থেকে পণ্ডিত হতে চাইনে। কিন্তু তুমি কোন গ্রুপে?’
‘গ্রুপ মানে? আমিতো এবার এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষার্থী।’
রূপার সাথে রায়হানের পরিচয় বেশ কিছুদিন হলেও রূপার পড়াশুনার ব্যাপারে রায়হান কোন কথা এর আগে জানতে চায়নি কিংবা রূপাও কিছু যেচে বলেনি।
‘তুমি তাহলে ডাক্তার? আমি তোমাকে পড়াবো কীভাবে?’
‘কেন তুমি যা পারো তাই পড়াবে।’
‘তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমি পারবো না।’
‘কেন পারবে না?’ রূপার উদ্বেগজনক প্রশ্ন।
‘আচ্ছা পড়াবো। কিন্তু কোথায়?’ নিরুপায় হয় কথাটি বলল রায়হান।
‘আমাদের বাড়িতে।’
‘তোমাদের বাড়িতে! না না; এ সম্ভব নয়।’
‘কেন আমাদের বাড়িতে কী বাঘ ভাল্লুক আছে তার ভয়ে তুমি যাবে না?’
‘না তা নেই। তবে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর জিনিস আছে।’
‘কী?’
‘তোমার বাবা- মা।’
‘ভীতুর ডিম কোথাকার। মা-বাবা তো প্রায়ই বাড়িতে থাকে না। আর যদি কখনও দেখা হয়েও যায় তাদের সাথে তাহলে আমি বলবো তোমার কাছে প্রাইভেট পড়ছি।’
‘তবুও...’
‘আর কোন তবুও টবুও দেখিওনাতো। এখন বলো তোমার দোকানের কী অবস্থা। আর আমাকে পড়াতে যাবে রাতে দোকান বন্ধ করার পর। কাল কিন্তু দোকান ষ্টার্ট দিতে হবে। সেই অনুযায়ী তুমি আজকের ভেতর সব গোছগাছ করে নাও।’
‘জে হুকুম মহারাণী।’ বলল রায়হান।
‘আমি তাহলে আজ আসি। তুমি তোমার কাজ করো।’ রূপা চলে যাবার জন্যে গাড়ির দরজা খুলতে গেলে রায়হান বলল, ‘রূপা একটু শুনবে।’ রূপা পেছন ফিরে তাকায়।
‘আচ্ছা কাল সকাল দশটার আগে তোমার কী কোন কাজ আছে?’
রূপা মাথা দুলিয়ে না সূচক জবাব দেয়। মুখে বলল, ‘একটা ক্লাস আছে সেটা বারোটার পরে। কিন্তু কেন?’
‘রাজেশকে আমি বলেছিলাম যেদিন প্রথম দোকান উদ্বোধন করবো সেদিন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো।’
‘সাজগোজ করে আসতে হবে নাকি?’
‘দূর; ফাজলামো করো নাতো। তাহলে তুমি আসছো?’
‘আসবোতো অবশ্যই। দেখতে হবে না তোমার বন্ধুটি কেমন।’
‘তাকে দেখেই বুঝতে পারবে কতো ভাল ছেলে সে।’
‘তোমার থেকেও?’
‘পরখ করেই দেখো।’
‘আমার অস্তিত্বে তোমার চেয়ে ভাল মানুষ পাবার দরকার নেই। শুধু তুমি পাশে থেকো।’
‘ওকে ম্যাডাম। আমি চিরদিন আপনার পাশেই থাকবো।’
হাসেম আলী ওই পথ দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিলো। হঠাৎ রূপার নজরে পড়ে সে। আপন মনে বলল, ‘হাসেম কাকা না? হাসেম কাকা-ই তো। কিন্তু এই পথ দিয়ে সে কোথায় যাচ্ছে? কাকা ও কাকা...।’
রূপার ডাক হাসেম আলীর কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। সে আনমনে চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। কিছুক্ষণ পর রূপাও চলে যায় বাড়িতে।
রায়হান যখন বাড়িতে পৌঁছায় তখন রাত আটটা। ঘরে ঢুকে দেখে মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে রাজেশ শুয়ে আছে বিছানায়। দ্রুত মাথার কাছে বসে বলল, ‘কী ব্যাপার কী হয়েছে তোর?’
রাজেশ রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তেমন কিছু না। রিক্সায় আসছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে একটা প্রাইভেটকার এসে ধাক্কা দিল; ব্যাস।’
‘কোথায় লেগেছে দেখি?’ রাজেশের মাথায় হাত দিয়ে রায়হান দেখার চেষ্টা করে ক্ষত স্থানগুলি।
রাজেশ বলল, ‘এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? তেমন কিছু না। সামান্য চোট লেগেছে। তোর ব্যবসার খবর কী বল।’
‘আনন্দের খবর নিয়েইতো বাড়িতে ঢুকেছিলাম। কিন্তু তোর....’
‘আরে এ কিচ্ছু না। এক দু’দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। সুখবরটা বল।’ ‘সে সুখবর দিয়ে কী হবে শুনি? তুইতো অসুস্থ।’
‘কেন?’
চলবে...

পরিবর্তন

তাসলিমা খাতুন

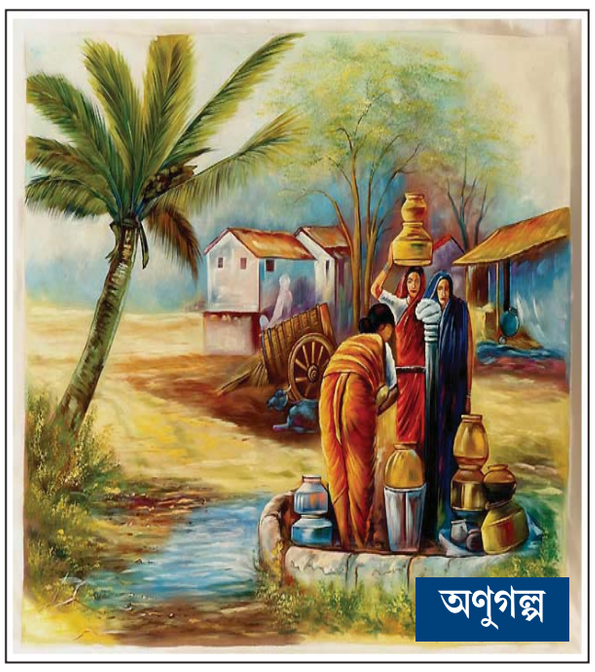

-- হ্যাঁ রে মুমতাহিনা সংসারটা একটু কষ্ট করে টিকিয়ে রাখলে হত না?
মুমতাহিনা কলপাড়ে কিছু কাপড় কাঁচছিলো। কদিন যাবত উকিলের কাছে বেশ যাতায়াত করতে হচ্ছে।এই ভ্যাপসা গরমে একটা শাড়ি দুবারের বেশি পরে যাওয়া যায় না।তাই বেশ কয়েকটা শাড়ি পরে যাতায়াত করেছে,সে গুলোই কাঁচছিলো।কাল আবারও যেতে হবে।নিপুণ হাতে কাপড় কাঁচতে কাঁচতে দাদির কথাই থমকালো মুমতাহিনা। একটু কষ্ট করে?
মুমতাহিনা তো কম কষ্ট করেনি সংসারটা টিকিয়ে রাখার জন্য। আর কত কষ্ট সহ্য করবে, তবে তো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাকে।
মুমতাহিনা একটু হাসলো।সোনালী সুন্দর মুখোশ্রীতে হাসিটা শিশুর মতই নিষ্পাপ মনে হলো।
-- আমি মনে হয় একটু বেশি বোঝা হয়ে যাচ্ছি,তাই না দাদি?
-- সে কী কথা, বোঝা হবি কেন? একটা মেয়েকে তার স্বামীর ঘরেই মানায়, বাবার বাড়িতে থাকাটা দৃষ্টি কটূ দেখায়।
-- কেন? দৃষ্টি কটূ দেখাবে কেন ?বাবার বাড়ি বৈ পরের বাড়ি তো নয়।
-- বাবার বাড়িই নারীর কাছে পরের বাড়ি, স্বামীর বাড়িই তো আসল।
মুমতাহিনা বুকের কষ্ট বুকে চেপে বলল
-- হ্যাঁ, নারীর আবার আসল বাড়ি।
মুমতাহিনার কথাই দাদি কিছু বললো না। তার কথাটা বড়ো সত্য। সংসারে তাঁকেও তো কম নাটা-ঝামটা সহ্য করতে হয়নি। তাঁরও মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জেগেছে, নারীর আসল বাড়ি কোথায়? অল্প বয়েসে বিয়ে হয়েছিল তাঁর, শাশুড়ির উগ্র কথা সহ্য হত না, মায়ের কাছে গিয়ে সে কি কান্নাটাই না করত। মা বলতেন ‘ ওটাই তোর কাছে আসল বাড়ি মানিয়ে চলতে শেখ।’ শাশুড়ি রেগে বলতেন,’ নিজের বাড়ি যাও।’ কোনটা নিজের বাড়ি?সে কতজন কে প্রশ্ন করল
-- হ্যাঁ গো মেয়েদের আসল বাড়ি কোথায়?
সেই কৈশরী থেকে আজ বার্ধক্যে পদার্পণ করেছেন,সে প্রশ্নের উত্তর আজও মিলল না। তবে তাঁর সংসারের অশান্তি ছিলো ভিন্ন। শাশুড়ি যেমনই হোক স্বামীর সোহাগ ছিল। মুমতাহিনার সংসারে সেটাও নেই।তিনি আরো একবার বললেন
-- চার বছরের সংসারে দেড় বছরে একটা মেয়ে আছে, মেয়েটার ভবিষ্যৎ কী হবে?
-- আমি যদি তার সাথে সংসার করি তবে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ আরো খারাপ হবে দাদি, কবে হয়ত তোমরা শুনবে ওরা আমাকে মেরেই ফেলেছে।
কথা গুলো বলতে বলতে মুমতাহিনা দড়িতে কাপড় মেলতে লাগলো। বাম হাত উঠিয়ে কাপড় মেলতে গিয়ে ফর্সা কোমরে বেল্টের আঘাতের কালো দাগ গুলো বিদ্যমান হল, বড় বিভৎস লাগছে দেখতে। দাদি সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে ফেললেন।
--বুঝি না বাবা তোরা ভালোবেসে ক্যামনে বিয়ে করিল! তারপর যে কি হয় সংসারে, যে সংসার টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে পরে।
কিছুক্ষণ থেমে আবার ধীর কণ্ঠে বললেন
-- তালাক দেওয়া ভালো না দিদি।আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।
মুমতাহিনা বলতে চাইল, শুধু কি আল্লাহর আরশ? আমার হৃদয় তো কম কাঁপে না দাদি।
কিন্তু বলা হল না। দীঘির মত স্বচ্ছ চোখ জোড়ায় চিকচিক করতে থাকা জল গুলো শাড়ির আঁচলে মুছে বলল
-- জানো দাদি একটা সময় মানুষের মনের পরিবর্তন আসে, ভালোবাসা,ভালোলাগা , ঘৃণা এমনকি মানুষের রুচির পর্যন্ত পরিবর্তন হয়। যে ভালোবাসা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর অনুভুতি,সেটাই একটা সময় বিষের চেয়ে বিষাক্ত মনে হয়। বছর খানেক কত সুন্দর সংসার করলাম আমরা , তারপর যে কি হলো সব কিছু আলাদা হয়ে গেল।
মুমতাহিনার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। বিয়ের পর সংসারটা কত সুন্দর ছিলো, শাশুড়ি যেমনই হোক, জায়ান তাকে খুব ভালোবাসতো। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো তারা। মুমতাহিনা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে , জায়ান ছিলো উচ্চবিত্ত বংশের ছেলে।
মুমতাহিনার বাবা তার শাশুড়ির মন মত জিনিস দিতে পারেননি। এটা নিয়েই সংসারে অশান্তি। শাশুড়ি উঠতে বসতে তাকে খোটা দেয়। ছেলেকে সুযোগ পেলেই বলে
-- সাদা চামড়া দেখে তো বিয়ে করে ফেললি, শশুর দিলো টা কি। চক্ষু লজ্জা বলেও তো কিছু একটা থাকে নাকি। এমন ভালো ঘর, ভালো জামাই অথচ মেয়েকে ভালো কিছু দিতে পারলনা।
কে জানত একদিন পণের লোভ জায়ানের মনেও ঢুকবে?
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সংসারে শুরু হল অশান্তি। সেটা যখন চরম আকার ধারন করলো তখন মুমতাহিনা অন্তসত্ত্বা। তাই ডিভোর্সের কথা সে তখন ভাবেনি। তারপর ফুটফুটে একটা মেয়ে হলো। বাবার বাড়িতে অনেক দিন কাটিয়ে সে শশুর বাড়ি গেলো। অশান্তি কিছু মাত্র কমলো না বরং বেড়েই চলল। মুমতাহিনাকে মাঝে মাঝেই মারধর করে জায়ান, একদিন মেয়ের গায়েও হাত তুলল। মুমতাহিনার আর সহ্য হলো না, সংসার ছেড়ে বাবার বাড়ি এলো।সে শুধু ভাবে মানুষের এতটা পরিবর্তন হয় কীভাবে? যে ভালোবাসা একদিন স্বর্গ সুখ দিয়েছিল ,সেই ভালোবাসা আজ নরকের যন্ত্রণা দেয়। সে বুঝেছিল , শয়তানের কুমন্ত্রণার চেয়েও মানুষের কুমন্ত্রণা বেশি ভয়ংকর।
মুমতাহিনা ক্ষীণ কণ্ঠে দাদিকে বলল
-- আমি এ পৃথিবীতে সংসারের চেয়ে সুন্দর আর সংসারের ভয়ংকর কিছু দেখিনি।
মুমতাহিনা ঘরে গেল। দাদি চশমা খুলে চোখের জল মুছলেন , কণ্ঠে ঝাঁঝ নিয়ে বললেন
-- বলেছিলাম অমন উচ্চ বংশে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না। বাসলোই বা ভালো, টাকার কাছে ভালোবাসা হেরে যায়।
পরদিন সকাল বেলা প্রয়োজনীয় কিছু কাগজ পত্র নিয়ে মুমতাহিনা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল ,মা বললেন
-- তাহলে ডিভোর্সটা হয়েই যাচ্ছে।
মুমতাহিনা নীরব।
--একবার ভেবে দেখলে হয় না?
-- ভাবতে ভাবতে আজ তিন তিনটে বছর অতিক্রম করে দিয়েছি মা। কতটা আঘাত, কতটা যন্ত্রণা হৃদয়ে নিয়ে সংসার করে গিয়েছে। কেউ এতটুকু সহানুভূতি দেখায়নি।
-- ভালোবেসে...
-- আজও বাসি মা , তবে অনুভূতিরা আর জাগে না, বারবার অবহেলা পেয়ে, যন্ত্রণা পেয়ে তার প্রতি ভালোবাসার চেয়ে ঘৃণাটাই তীব্র হয়ে গেছে।
মায়ের আর কিছু বলা চলে না, অমন রূপে গুণে ভরপুর মেয়েটার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। এবার এর একটা সুরাহা হোক।
মুমতাহিনা বাবার সাথে বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে বলল
-- মহিমাকে একটু সামলে রেখো মা।

পথের বাঁকে

আসগার আলি মণ্ডল

নবীন মামা উদোম গায়ে
ভর সন্ধ্যাে
হাঁটছে একা
মামদো ভূতের ছেলের সাথে
পথের বাঁকে
হলো দেখা।
মুখ বেঁকিয়ে ফোগলা দাঁতে
বললো জোরে
নাঁকি সুরে
আসিস না আর সামনে আমার
যা চলে যা
বহু দূরে।
অনেক দিনের বন্ধু আমার
হারিয়ে গেছে
তোদের তরে
কোথায় যেন দিলি ফেলে
একটা বড়ো
বোতল ভরে।
দেখলে তোদের হিংসে বাড়ে
পিশাচ তোরা
ভণ্ড বটে
মানুষ হলেও নেইকো তোদের
বুদ্ধি-বিবেক
একটু ঘটে।

সৈন্যদল

মোহিত করাতি

ভয়শূন্য চিত্ত নিয়ে
এগিয়ে চলে সৈন্যদল।
দুর্যোগ বাধা পেরিয়ে
অগ্রণী হয় সৈন্যদল।
শঠেদের আক্রমনে
জবাব দেয় সৈন্যদল।
ত্যাগ বলিদানের তিরঙ্গার
মান রাখে সৈন্যদল।
সিয়াচেনের হিমশীতলে
পাহারা দেয় সৈন্যদল।
দুর্গম বন পাহাড়েতে
সদা জাগ্রত সৈন্যদল।
জল স্থল আকাশেতে
রক্ষাকর্তা সৈন্যদল।
আপোষহীন লড়াইতে
বলিদান দেয় সৈন্যদল।
ছয়টি চক্র পদক প্রাপ্ত
ভারতীয় সৈন্যেদল।
ভারতমাতার বীর সন্তান
গর্ব মোদের সৈন্যদল।

ছড়া-ছড়ি

ভাবো কবি, ভাবো

মির মহঃফিরোজ

কবি! কি ভাবছো ভাই?
ওহ্ ; কবিতা লিখছো!
তা, কি লিখছো কবি?
যা লিখছো, তা কি সমাজের কাজে আসছে?
না কি, অহেতুক সময় নষ্ট করছ কবি?
তোমার লেখায় কাদের কথা প্রকাশ পাচ্ছে ?
সমাজের বঞ্চনা হতাশা প্রকাশ পাচ্ছে কি?
না কি, শুধু প্রভাবশালীদের তোষামোদের কথা ?

সাবধান কবি, সাবধান !
তুমি , প্রভাবশালীদের চাটুকার হয়ো না,
তাহলে, সমাজ তোমার ক্ষমা করবে না।
তুমি , সমাজের দুর্বলদের কথা তুলে ধরো,
তুলে ধরো , অসহায় অবহেলিতদের কথা।
তুলে ধরো , দুর্বলদের অত্যাচারিত হওয়ার কথা।
তুলে ধরো অন্যায়কারীদের কথা ; যারা কথায় কথায় ---
দুর্বলদের প্রতি অত্যাচার করে , নিপীড়ন করে।

এ কাজ , যদি করতে পারো তুমি কবি ,
প্রভাবশালীরা তোমার প্রতি ক্ষুব্ধ হবে ---
তোমার প্রতি হয়তোবা নেমে আসবে চরম আঘাত,
তবে কবি ; সমাজ তোমাকে মনে রাখবে,
সমাজ তোমাকে বড়ো আপন করে নেবে।
ভাবো কবি ভাবো ; কি করবে তুমি !

চেতনা

অশোক কুমার হালদার

শিক্ষা মানব চেতনার মূল
চেতনাবিহীন মানব সদা করে ভুল।
চেতনাহীন মনে উঠে বিক্ষেপ অতি
চিত্ত চঞ্চল দুঃখ থাকে তরঙ্গ গতি
সে গতির আওয়াজে থাকে অন্যথভাব
অন্যথা ভাবের মনে সাম্যতার অভাব
জীবন ছন্নছাড়া হয়ে দোষযুক্ত হয়
তাই তো জীবনের সর্বক্ষেত্রে থাকে ভয়,
যদি মানব জীবন চেতনা ছাড়া হয়।
চেতনাহীন মলিনতায় ভরে যায়
সেই মন দিয়ে কিভাবে মিমাংসায় পৌঁছায়।

একাকী

সেখ আব্দুল মান্নান

নীলাম্বর, দেখ ফিরোজা আকাশ পানে
নির্নিমেষ চেয়ে আমি বিন্দাস আছি
তোমাকে ছাড়া একাকী,
যেদিন তুমি স্বার্থপরের মতো
আমায় একলা ফেলে
চুপিসারে চলে গেলে বৈকুণ্ঠে,
সেদিন থেকে নির্বাক নিশ্চল
চোখের জল ফেলতে ফেলতে
শুকিয়ে গেছে আমার অশ্রু নদী।
খাঁচার ভেতর থেকে জুলজুল চেয়ে
গুনেছি পল অণুপল
ফিরে আসো যদি,
বৈকুণ্ঠে গেলে কেউ ফিরে আসে না
সেই বোধোদয়ে আমার পোস্ত দানা হৃদয়
এখন আত্ম বিশ্বাসে টইটম্বুর,
পরোয়া করিনা আর
তোমার মায়া মমতার।
তুমি সুখের পায়রা হয়ে
আকণ্ঠ সুখে আমার গর্ভে
রোপন করেছিলে ভ্রূণ ডিম,
আমার বুকের ওমে
তোমার ডিম ফোটা সন্তানেরা
করছে খেলা খোলা আকাশে,
বন্দি খাঁচায় বসে সন্তান সুখে
অক্লেশে করছি পার প্রতিক্ষণ।
বয়েই গেছে একাকিত্ব কে
প্রশ্রয় দিতে একান্তে,
রাশি সহানুভূতি নিয়ে দুবেলা
আমার দৃপ্ত চোখের পানে
তুমি অবিচল চেয়ে
খুঁজবে না একাকিত্বের মানে।
নীলাম্বর, তুমি তো জানো
ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়,
সে একা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের
সুখ দুঃখের রাজাধিরাজ,
সে তো কখনো বিচলিত নয়
তার স্বার্থ সুখের জন্যে,
তাই আমি কখনোই হবো না আর
তোমার চিন্তায় হন্যে!
আমরা দুজনেই তো একদিন
পৃথিবীতে এসেছিলাম একা একা,
সৃষ্টির উন্মাদনায় আমাদের
হয়েছে দেখা, নীরবে নিভৃতে,
কটাদিন পর একলা ফেলে
তুমি গেছো চলে অচিনপুরে,
আমি আর সোনালী স্মৃতি হাতড়ে
বিব্রত করব না নিজেকে,
এখন আমি আমার একাকিত্বের সাথী।

প্যারিস অলিম্পিক

ইরাককে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: আগের ম্যাচে নাটকীয়ভাবে হারের পর এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতেই হতো আর্জেন্টিনাকে। কোয়ার্টার ফাইনালের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে জিততে হতো ইরাকের বিপক্ষে। লিওঁ স্টেডিয়ামে আজ দরকারি কাজটিই করেছে হাভিয়ের মাচেরানোর দল। প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবলে গ্রুপ পর্বের খেলায় ইরাককে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। লাতিন আমেরিকান দলটির হয়ে গোল করেছেন থিয়াগো আলমাদা, লুসিয়ানো গুনদো ও ইগনাসিও ফার্নান্দেজ। আর্জেন্টিনার প্রথম গোলের পর ইরাকের হয়ে সমতা আনা গোলটি করেন আইমান হোসেন। ম্যাচে আর্জেন্টিনা প্রথম এগিয়ে যায় ১৩ মিনিটে। হুলিয়ান আলভারেজের বাড়ানো বল থেকে গোল করেন আলমাদা। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে আরেকটি গোলের সম্ভাবনা তৈরি করেন তিনি, তবে বল পোস্ট ঘেঁষে চলে যায়।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সমতা নিয়ে আসে ইরাক। পেনাল্টি বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া হেডে বল জালে পাঠান আইমান। কাতারের লিগে খেলা এই স্ট্রাইকার আগের ম্যাচে ইউক্রেনের বিপক্ষেও গোল করেছিলেন। যে ম্যাচ ২-১ ব্যবধানে জিতে কোয়ার্টারের ফাইনালের সম্ভাবনাও তৈরি করেছে দলটি। তবে ৩ পয়েন্টের জন্য মরিয়া আর্জেন্টিনা ম্যাচের ৬২ মিনিটেই দ্বিতীয় গোল আদায় করে নেয়। কেভিন জেননের ক্রস থেকে হেডে বল জালে জড়ান গুনদো। দুজনই গোলের মিনিট দেড়েক আগে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন।
আর্জেন্টিনা অবশ্য এক গোলে এগিয়ে থেকেও পুরোপুরি স্বস্তিতে ছিল না। গুনদো, নিকোলাস ওতামেন্দি আর গিলিয়ানো সিমিওনেরা একের পর এক শট নিলেও ইরাকের রক্ষণ ভাঙতে পারেননি। তবে একের পর এক আক্রমণের ধারায় ৮৫ মিনিটে চলে আসে তৃতীয় গোল। জেননের কাছ থেকে পাওয়া বক্সের বাইরে বল পেয়েছিলেন এজেকুয়েল ফার্নান্দেজ। বাঁ পায়ের জোরালো শটে পোস্টের বাঁ দিকের কোনা দিয়ে জালে পাঠান তিনি। ম্যাচের বাকি সময় নিজেদের জাল অক্ষত রেখে ৩ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। এ জয়ে সাময়িকভাবে হলেও গোল ব্যবধানে 'বি' গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে মাচেরানোর দল। দিনের অন্য ম্যাচে মরক্কো-ইউক্রেন ফলে নির্ভর করবে আর্জেন্টিনার শীর্ষস্থান টিকে থাকবে কি না। 'সি' গ্রুপের ম্যাচে ডমিনিকান রিপাবলিককে ৩-১ গোলে হারিয়েছে স্পেন। স্প্যানিশদের হয়ে গোল করেন ফারমিন লোপেজ, আলেহান্দ্রো বায়েনা ও মিগুয়েল গুতিরেজ। এই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল অনেকটাই নিশ্চিত করেছে স্পেন। আগের ম্যাচে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয় থাকায় ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে স্পেনই গ্রুপের শীর্ষে। এই গ্রুপে অন্য কোনো দল এখনো জয় পায়নি।

অলিম্পিকে খাদ্যতালিকায় 'কাঁচা মাংস', ব্রিটিশ ক্রীড়াবিদদের অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক রান্নার জন্য দুনিয়াখ্যাত ফ্রান্স। প্যারিসের রেস্তোরাঁগুলোতে খাদ্যবিলাসীরা নানা ধরনের খাবার চেখে বেড়ান। এবারের প্যারিস অলিম্পিকের গেমস ভিলেজেও ক্রীড়াবিদদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বের ২০৬টি দেশের ক্রীড়াবিদদের রুচি অনুযায়ীই খাবার সরবরাহ করার কথা সেখানে। কিন্তু অলিম্পিকে অংশ নিতে এসে ব্রিটিশ ক্রীড়াবিদদের সেই খাবার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না। তাঁদের অভিযোগ, গেমস ভিলেজে নাকি তাঁদের 'কাঁচা মাংস' খেতে দেওয়া হয়েছে।
অলিম্পিক ভিলেজে উঠেই খাবার দেখে বেজায় বিরক্ত ব্রিটিশ ক্রীড়াবিদেরা। সে কারণে বাড়তি ঝামেলাও পোহাতে হচ্ছে ব্রিটিশ অলিম্পিক দলকে। ব্রিটেন থেকে একজন শেফও আনতে হয়েছে তাদের। এই শেফ গেমস ভিলেজের বাইরে ব্রিটিশ ক্রীড়াবিদদের রুচি অনুযায়ী খাবার তৈরি করে খাওয়াবেন। ব্রিটিশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী অ্যান্ডি আনসন লন্ডন টাইমসকে বলেছেন, 'প্যারিস গেমস ভিলেজের খাবারের অবস্থা মোটেও ভালো নয়। এটার উন্নতি করতে বড় ধরনের পরিবর্তন দরকার।'
অলিম্পিক ভিলেজের খাবার নিয়ে ব্রিটিশ ক্রীড়াবিদদের এতটাই অভিযোগ যে গ্রেট ব্রিটেন ক্রীড়া দলের জন্য প্যারিসের আনাচকানাচ থেকে প্যাকেট করা ভিন্ন ধরনের খাবার সংগ্রহ করতে হচ্ছে।
ক্রীড়াবিদেরাও নিজেদের উদ্যোগে গেমস ভিলেজের বাইরে গিয়ে খাবার খেয়ে আসছেন নিজেদের পছন্দমতো।ব্রিটিশ ক্রীড়া দলের অভিযোগ, গেমস ভিলেজে কিছু মৌলিক খাবারেরও সংকট রয়েছে। ডিম, মুরগির মাংস, বিভিন্ন ধরনের শর্করাজাতীয় খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই।

ডুরান্ডে মোহনবাগানের জয়

ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ডাউনটাউন হিরোজকে কোনওমতে ১-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৩মিনিটে গোল করেন সুহেল ভাট।

জয় দিয়ে শুরু হল গম্ভীর-সূর্যের অধ্যায়

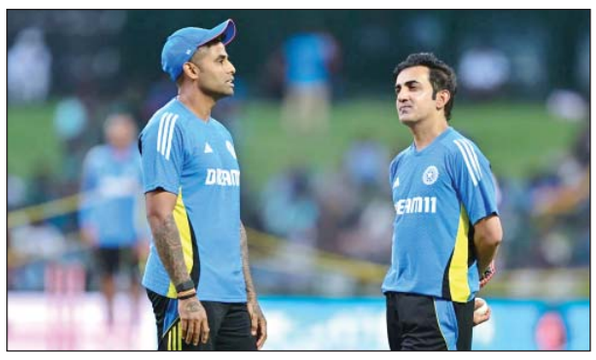

আপনজন ডেস্ক: জিততে হলে রেকর্ড গড়তে হতো শ্রীলঙ্কাকে। ভারতের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২১৪ রান তাড়া করতে নেমে রেকর্ড আর গড়া হলো না তাদের। ১৭০ রানে অলআউট হওয়ায় ৪৩ রানের জয় পেয়েছে ভারত। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এর আগে ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে ম্যাচ জয়ের কোনো নজির ছিল না শ্রীলঙ্কার। আগের সর্বোচ্চ ছিল ১৯৪ রান।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ২০১৮ সালে মিরপুরে এই লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল তারা। পাল্লেকেলেতে আজ বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অবশ্য দারুণ শুরু করেছিলেন দুই ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিজ। ভারতের ওপেনারদের ৭৪ রানের বিপরীতে ৮৪ রান তোলেন দুই শ্রীলঙ্কান। ৭ চার ও ১ ছক্কায় ৪৫ রান করা মেন্ডিজকে থামান ভারতের বাঁহাতি পেসার আর্শদ্বীপ সিংহ। তবে সঙ্গীকে হারালেও নিজের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের পসরা বন্ধ করেননি নিশাঙ্কা। একের পর এক চার-ছক্কা হাঁকিয়ে ভারতীয় বোলাদের ওপর রাজ করছিলেন তিনি। ৭৯ রানের সময় তাকে আউট করে অবশ্য ভারতকে ম্যাচে ফেরান বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল। ৪৮ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কার ইনিংসটি শেষ হলে থেমে যায় কুশল পেরোর সঙ্গে তার ৫৬ রানের জুটিটি। অবশ্য ৭৮ রানের সময়ই আউট হতে পারতেন নিশাঙ্কা। ১৪তম ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার বলে ডিপ মিডউইকেটে ক্যাচ তুলে দিয়েও বেঁচে যান রবি বিষ্ণুর কল্যাণে। তবে ফিরতি ওভারের প্রথম বলেই ভুলের প্রায়শ্চিত করেন বিষ্ণু। অক্ষরের বলে আবার নিশাঙ্কার ক্যাচ আসলে তা তালুবন্দী করতে ভুল করেননি ভারতীয় লেগ স্পিনার। একই ওভারের শেষ বলে পেরেরাকেও ফিরেই ভারতের জয়ের পথ সহজ করেন অক্ষর। পরে রানরেট বেড়ে গেলে মারতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেন শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা। ১৭০ রানে থেমে যায় তাদের ইনিংস। ব্যাটিংয়ে ৭ রানের বেশি করতে না পারলেও ৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে সেরা বোলার লেগস্পিনার রিয়ান পরাগ। এতে ৪৩ রানের জয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। টস হেরে ব্যাটিং নেমে দুর্দান্ত শুরু পায় ভারত। পাওয়ার প্লেতেই ৭৪ রানের জুটি গড়েন দুই ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল ও শুবমান গিল। ৬ চার ও ১ ছক্কায় ২১২.৫০ স্ট্রাইকেরেটে ৩৪ রান করে গিল পাওয়ার প্লের শেষ বলে আউট হলে তাদের দুর্দান্ত জুটি ভেঙে যায়। সতীর্থ গিলের বিদায়ের পরের বলেই ড্রেসিংরুমে ফেরেন জয়সোয়ালও। ৫ চার ও ২ ছক্কায় ২১ বলে ৪০ রান করেন বাঁহাতি ওপেনার। তবে তৃতীয় উইকেটে আরেকটি দুর্দান্ত এক জুটি গড়েন সূর্যকুমার যাদব ও ঋষভ পন্ত। ৪৩ বলে ৭৬ রানের জুটিতেই পরে রানের পাহাড় গড়ে ভারত। সূর্য অধিনায়কত্ব পেয়ে প্রথম ম্যাচে ফিফটি পেলেও ১ রানের আক্ষেপ থেকে গেছে পন্তের। ৪৯ রানে মাতিশা পাতিরানার শিকার হয়েছেন তিনি। ৩৩ বলের ইনিংসটি ৬ চার ও ১ ছক্কায় সাজান পন্ত। তবে অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ড পরে যেন আরও বেশি বিধ্বংসী হয়েছিলেন সূর্য। ২২৩.০৭ স্ট্রাইকরেটে ২৬ বলে ৫৮ রান করেন। তার ৮ চার ও ২ ছক্কার ইনিংসটি থামান 'বেবি মালিঙ্গা' খ্যাত পাতিরানা। পরে আরো ২ উইকেট নিয়ে ভারতকে ২১৩ রানে আটকিয়ে দেন। অন্যথা একটা সময় মনে হয়েছিল আড়াইশো করতে পারে ভারত। ৪০ রান খরচ করে ৪ উইকেট নিয়ে সেরা বোলার পেসার পাতিরানা।

৯০ বছরের পুরোনো টেস্ট রেকর্ড ভাঙলেন জিম্বাবুয়ের উইকেটকিপার

আপনজন ডেস্ক: জিম্বাবুয়ের উইকেটকিপার ক্লাইভ মাদান্দে ৯০ বছরের একটি পুরোনো রেকর্ড ভেঙেছেন। প্রায় শতবর্ষী যে রেকর্ডটি তিনি নিজের করে নিয়েছেন, সেটি অবশ্য মাদান্দে ভুলেই যেতে চাইবেন। রেকর্ডটি যে টেস্টের এক ইনিংসে কোনো উইকেটকিপারের সর্বোচ্চ বাই রান দেওয়ার।
এর আগে রেকর্ডটি ছিল ইংল্যান্ডের উইকেটকিপার লেস অ্যামেসের। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ১৯৩৪ সালে ওভাল টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ৩২৭ রানের ইনিংসে দিয়েছিলেন ৩৭টি বাই। আর মাদান্দে দিয়েছেন ৪২টি বাই রান। প্রথম ইনিংসে জিম্বাবুয়ের ২১০ রানের জবাবে আয়ারল্যান্ড করেছে ২৫০ রান। ৪০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা জিম্বাবুয়ে দ্বিতীয় দিন শেষে বিনা উইকেটে ১২ রান তুলেছে। এখনো তারা আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে পিছিয়ে ২৮ রানে।
এই ম্যাচ দিয়েই টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক মাদান্দের। অভিষেক ম্যাচটা তাঁর জন্য খুব একটা সুখকর হয়নি। ভুলে যাওয়ার মতো একটি রেকর্ড গড়ার আগে জিম্বাবুয়ের প্রথম ইনিংসে গোল্ডেন ডাক মেরেছেন।
মাদান্দে যে ৪২টি বাই রান দিয়েছেন, এতে তাঁকে একা দোষারোপ করার উপায় নেই। জিম্বাবুয়ের বোলাররা বেশ কিছু বল করেছে লেগ সাইডের অনেক বাইরে। সেগুলো ব্যাটসম্যানদের ব্যাট ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে মাদান্দের নাগালের বাইরে দিয়ে।

সফরকারী দলকে টাকা দেবে ইংল্যান্ড, পাবে জিম্বাবুয়ে

আপনজন ডেস্ক: আধুনিক যুগের প্রথম সফরকারী দল হিসেবে 'ট্যুরিং ফি' পাবে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল। আগামী বছরের মে মাসে এক টেস্টের সফরে ইংল্যান্ডে গেলে তাদের এই ফি দেবে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। গতকাল শুক্রবার স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড।
বর্তমানে দ্বিপক্ষীয় সিরিজগুলোর ক্ষেত্রে সফরকারী দল নিজ খরচে আয়োজক দেশে যায়। এরপর বাকিটা নির্ভর করে দুই বোর্ডের মধ্যে আগেই হওয়া সমঝোতা অনুযায়ী। আয়োজক দেশ সম্প্রচার ও অন্যান্য খাত থেকে আয় করলেও সফরকারী দলের এমন কোনো সুযোগ থাকে না। সফর বাবদ নির্দিষ্ট কোনো অর্থও তারা পায় না। গোল্ড গত বছরই বলেছিলেন, বর্তমানে আইসিসির লভ্যাংশ সদস্যদেশগুলোর মধ্যে যেভাবে ভাগ করা হয়, তাতে অসমতা তৈরি হয়। মানসম্পন্ন টেস্ট ক্রিকেটের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার, এর মধ্যে সফরকারী দলের জন্য ট্যুরিং ফি দেওয়া যেতে পারে। গতকাল ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ এজবাস্টন টেস্ট শুরুর দিন স্কাই স্পোর্টসে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইক আথারটনের সঙ্গে কথা বলেন গোল্ড। সেখানে তিনি ট্যুরিং ফির পুনরাবৃত্তি করে ইসিবির সিদ্ধান্তের কথা জানান, 'আইসিসির লভ্যাংশ ভাগাভাগি বলি বা দ্বিপক্ষীয় সিরিজের ভাগাভাগি বলি, সত্যি বলতে এটা এখন সেকেলে হয়ে গেছে। এখানে আমাদের বড় দায়িত্ব আছে। উদাহরণ হিসেবে বললে, আগামী বছর (ইংল্যান্ডে) জিম্বাবুয়ে আসছে। স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় যে একটা দল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সফরে আসে। এরপর অবস্থান অনুসারে বাকি বিষয়গুলো দেখভাল করা হয়। কিন্তু সফরের জন্য কোনো ফি দেওয়া হয় না। সামনের বছর জিম্বাবুয়ে যখন খেলতে আসবে, তাদেরকে সফরের জন্য একটা ফি দেওয়া হবে।'
ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত বাদে অন্য দেশগুলোর জন্য টেস্ট ক্রিকেটের মাধ্যমে আয় করা বেশ দুরূহ। সম্প্রচার স্বত্ব থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় হয় না বলে সফরের খরচ বাড়তি বোঝা হয়ে আসে। গত বছর ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের (সিডব্লুআই) সিইও জনি গ্রেভ আইসিসির লভ্যাংশ ভাগাভাগি পদ্ধতি কাজে লাগে না বলে মন্তব্য করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় দুই টেস্টের সিরিজের জন্য দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় দল পাঠাতে গিয়ে বোর্ডের ২০ লাখ ডলারের বেশি খরচ হয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সব আর্থিক সুবিধা পেলেও আমরা একটা ডলারও পাইনি। এটা কি আসলেই ন্যায্য, যৌক্তিক কিংবা টেকসই?'

'স্বপ্নপূরণ' করা এনদ্রিক এখন রিয়াল মাদ্রিদের

আপনজন ডেস্ক: সবকিছু আগেই প্রস্তুত ছিল। তবে এনদ্রিকের রিয়ালে আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বয়স। নিয়ম অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে রিয়ালের হয়ে খেলার সুযোগ ছিল না তাঁর। এর ফলে লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। তবে ২১ জুলাই নিজের ১৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন এনদ্রিক। আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়ালের সঙ্গে ৬ বছরের চুক্তি হয়েছে এই ব্রাজিলিয়ানের। আজ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে হয়েছে তাঁর পরিচয় পর্ব। এত দিন অপেক্ষার পর অবশেষে রিয়ালের জার্সি গায়ে তুলে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি এনদ্রিক। চোখের জলে ভিজে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে, 'কেমন অনুভূতি হচ্ছে, তা বলার ভাষা আমার নেই। কারণ, সব সময় এখানেই আসতে চেয়েছি। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলতে চেয়েছি। এটা স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মতো।'
রিয়ালের প্রতি এনদ্রিকের এমন ভালোবাসার কারণ পর্তুগিজ কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ' কাঁদতে চাইনি, কিন্তু রিয়ালকে ছেলেবেলা থেকেই ভালোবেসেছি। কারণ, একজন মানুষ আমার জীবনে এসেছিল—ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাঁর কারণেই রিয়াল মাদ্রিদকে অনুসরণ করা শুরু করি।'
অনেক দিন ধরেই আলোচনায় ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের নতুন বিস্ময়বালক এনদ্রিক। ২০২২ সালের পালমেরাইসের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা (১৬ বছর ৩ মাস ৪ দিন) হয়ে আলো কেড়েছিলেন এনদ্রিক। এরপর তাঁর প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাব আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। তখনই তাদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছায় এনদ্রিকের ক্লাব পালমেরা।
গত নভেম্বরে ব্রাজিলের মূল দলের হয়ে অভিষেক হয় এনদ্রিকের। গত ৫৭ বছরে ব্রাজিলের সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে অভিষেক হয় তাঁর, সব মিলিয়ে চতুর্থ। গত মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ব্রাজিলের হয়ে প্রথম গোল করেন এনদ্রিক। ব্রাজিলের কোপা আমেরিকার দলেও ছিলেন এনদ্রিক। যদিও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। লা লিগা চ্যাম্পিয়ন রিয়াল এবারের মৌসুমে প্রথম ম্যাচে মায়োর্কোর বিপক্ষে খেলবে। ১৮ আগস্ট সেই ম্যাচেই কি রিয়ালের হয়ে প্রথমবার মাঠে নামবেন এনদ্রিক!

গম্ভীরকে হাসার পরামর্শ দিলেন দ্রাবিড়

আপনজন ডেস্ক: গৌতম গম্ভীর নিজের নামের মতোই গম্ভীর। ভারতের বিদায়ী কোচ রাহুল দ্রাবিড় এক বার্তায় গম্ভীরকে এ কঠিন কাজই করতে বলেছেন। কষ্ট হলেও যেকোনো পরিস্থিতি মুখে হাসিটা রাখতে বলেছেন ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানো এই কোচ। চুক্তি নবায়ন না করায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে দ্রাবিড়ের। তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন গম্ভীর। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আজ শুরু হবে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজ, যেটি হতে যাচ্ছে গম্ভীরের অধীন ভারতের প্রথম। এর আগে বিসিসিআই প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় গম্ভীরকে শুভকামনার সঙ্গে উপদেশও দিয়েছেন দ্রাবিড়। তাঁর কাছ থেকে এমন বার্তা পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়েছেন গম্ভীরও।
গম্ভীরের উদ্দেশে দ্রাবিড় বলেছেন এভাবে, 'সতীর্থ হিসেবে দেখেছি, কীভাবে মাঠে তুমি সর্বোচ্চটা দাও। ব্যাটিং সঙ্গী হিসেবে, একসঙ্গে ফিল্ডিং করার সময়ে আমি তোমার দৃঢ়তা ও হার না মানা মানসিকতা দেখেছি। আইপিএলের মৌসুমগুলোতে তোমার জেতার ক্ষুধা চোখে পড়েছে, কীভাবে তুমি তরুণ খেলোয়াড়দের সাহায্য করেছ, দলের থেকে সর্বোচ্চটা বের করে নাও, তা দেখেছি। আমি জানি, ভারতের ক্রিকেট নিয়ে তুমি কতটা নিবেদিত, আবেগপ্রবণ।

অলিম্পিকে প্রথম দিনেই ১৪ সোনার লড়াই

আপনজন ডেস্ক: এবারের অলিম্পিক আসরে মোট ৩২টি ইভেন্টে ৩২৯টি সোনার লড়াই হবে। বরাবরের মতো এবারও সবচেয়ে বেশি (৪৮টি) পদকের লড়াই অ্যাথলেটিকসে। এরপরই রয়েছে সাঁতার। এই ইভেন্টে অনুষ্ঠিত হবে ৩৫টি সোনার লড়াই। শনিবার (২৭ জুলাই) আনুষ্ঠানিকভাবে আজই আসরটির প্রথম দিন। আজ থেকে শুরু হবে পদকের লড়াইও।
এদিন মোট ১৪টি সোনার লড়াইয়ে নামবে প্রতিযোগীরা। তার মধ্যে সাঁতারেই অনুষ্ঠিত হবে মোট ৪টি সোনার লড়াই।
তার মধ্যে পুরুষ ও নারীদের ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল এবং ১০০*৪ ফ্রি-স্টাইল রিলে।
রোড সাইক্লিংয়ের দুটি ইভেন্ট, জুডোতে দুটি, পুরুষদের ৬০ কেজি ওজন শ্রেণি এবং মহিলাদের ৪৮ কেজি ওজন শ্রেণি-এই দুটি ইভেন্টেও হবে সোনা জয়ের লড়াই।
এ ছাড়া ফেন্সিংয়েও দুটি; পুরুষদের সাবরি এবং নারীদের ইপি ইভেন্ট। ডাইভিংয়ে নারীদের ৩ মিটার স্প্রিংবোর্ড, এ ছাড়া রাগবি সেভেনে পুরুষদের দলীয় ইভেন্ট, শুটিংয়ে ১০ মিটার মিশ্র দলীয় এয়ার রাইফেল ইভেন্ট, স্কেটবোর্ডিংয়ে পুরুষদের স্ট্রিট ইভেন্টেও অনুষ্ঠিত হবে সোনার লড়াই। আর্চারির কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড হয়ে গেছে এর মধ্যেই।

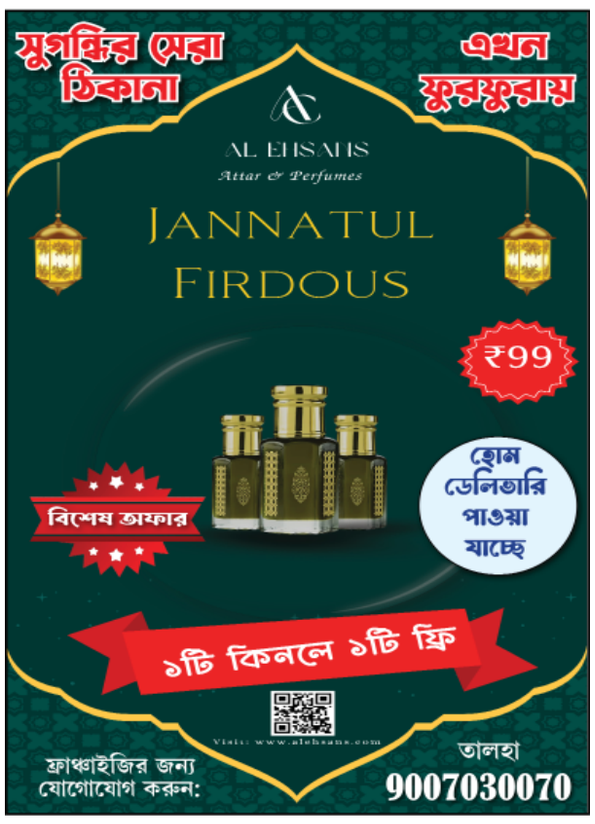

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**